USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

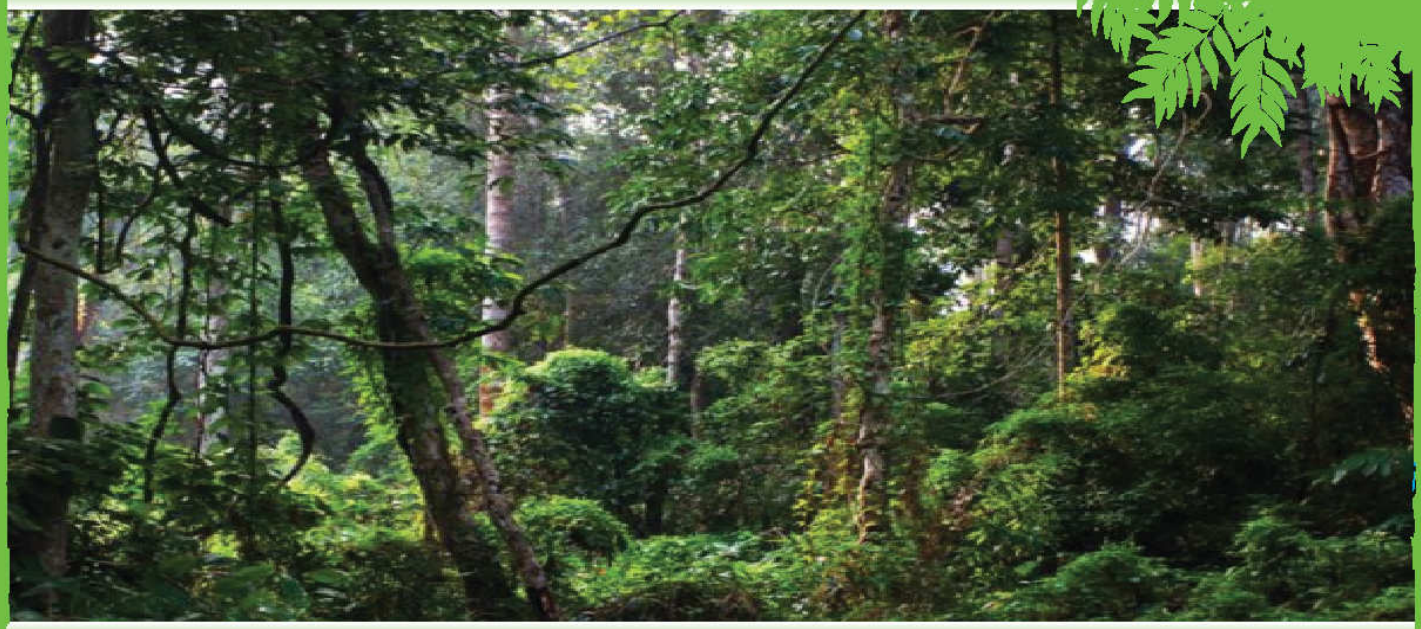

সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যান

(২০১০-২০১৫)

লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যান সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার

Department of Environment

সূচিপত্র

পার্ট - ১ ঃ বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং ইস্যুসমূহ			
ক্রমিক নং	**বিষয় বস্তু**	**ঃ**	**পৃষ্ঠা নং**
১.০	ভুমিকা	ঃ	২
১.১	অবস্থান এবং গঠন	ঃ	২
	চিত্র ১ঃ আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত ত্রলাকাসমূহ	ঃ	৩
	চিত্র ২ঃ লাউছড়া জাতীয় উদ্যানের মানচিত্র	ঃ	৪
	চিত্র ৩ ঃ লাউছড়া জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপ এলাকার মানচিত্র	ঃ	৫
১.২	পরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ	ঃ	৬
২.০	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের বৈশিষ্ট্যসমূহ	ঃ	৭
২.১	জীববৈচিত্র্যের গুর ত্ব	ঃ	৭
২.২	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের উপকারিতা	ঃ	৭
২.৩	বন্যপ্রানী সংরক্ষন	ঃ	৭-৮
২.৪	বনাঞ্চলের সীমারেখা	ঃ	৮
২.৫	বনাঞ্চলের জীব-ভৌত অবস্থা	ঃ	৮
৩.০	জীববৈচিত্র্য এবং আবাসস্থল	ঃ	৯
৩.১	বনাঞ্চল	ঃ	৯
৩.২	উদ্ভিদ/বন্যপ্রানী	ঃ	৯
৩.৩	বনাঞ্চল ভিত্তিক পন্য	ঃ	৯
৩.৪	জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার	ঃ	৯
৪.০	জীববৈচিত্র্যের ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা	ঃ	৯
৪.১	বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি সমূহ ঃ	ঃ	৯-১০
৪.২	বন্যপ্রানী ব্যবস্থাপনা	ঃ	১০
৪.৩	জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল রক্ষনাবেক্ষন এবং পুনর দ্ধার	ঃ	১০
৪.৪	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	১০-১১
৪.৫	বনাঞ্চল ভিত্তিক উৎপাদিত পন্য ব্যবস্থাপনা	ঃ	১১
৪.৬	প্রাতিষ্ঠানিক এবং সু-শাসন সম্পর্কিত ইস্যু সমুহ	ঃ	১১
৫.০	ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বর্তমান অবস্থা	ঃ	১১
৫.১	ল্যান্ডস্কেপ এ্যাপ্রোচ	ঃ	১১
৫.২	রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা	ঃ	১১-১২
৫.৩	ভুমি ব্যবহার এর বর্তমান অবস্থা	ঃ	১২
৫.৪	সংলগ্ন গ্রাম সমুহ	ঃ	১২-১৩
৫.৫	ষ্টেকহোল্ডার বিশে- ষণ	ঃ	১৩
৫.৬	কৃষি জমি এবং বসতভিটার ব্যবহার	ঃ	১৩
৫.৭	বনভূমির অবৈধদখল	ঃ	১৩
পার্ট - ২ ঃ রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে কৌশলগত সুপারিশ সমূহ			
১.০	সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কৌশলগত দিক এবং বাস্ড়বায়ন সুপারিশমালা	ঃ	১৫
১.১	ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য এবং কৌশলসমূহ	ঃ	১৫-১৬
১.২	সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	ঃ	১৬

১.২.১	সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমুহ	ঃ	১৬
১.২.২	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমুহ	ঃ	১৬-১৭
১.২.৩	সুবিধাসমুহের বন্টন এবং সহ-ব্যবস্থাপনা চুক্তি	ঃ	১৭
১.২.৪	ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল	ঃ	১৭
২.০	আবাসস্থল পুনরুদ্ধার কর্মসুচি	ঃ	১৮
২.১	উদ্দেশ্যসমুহ	ঃ	১৮
২.২	বর্তমান জলাভূমি এবং তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপ হালনাগাদ করন	ঃ	১৮
২.৩	সীমানা চিহ্নিতকরন	ঃ	১৮
২.৪	অবৈধভাবে গাছ কাটা/বনে আগুন দেয়া/পানি সেচা/পশু চরানো নিয়ন্ত্রন করা	ঃ	১৮
৩.০	ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	ঃ	১৯
৩.১	ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ব্যবস্থাপনা	ঃ	১৯
৩.২	রক্ষিত এলাকার মুল অংশ (কোর জোন) ব্যবস্থাপনা	ঃ	১৯
৩.২.১	আবাসস্থল উন্নয়ন কার্যক্রম	ঃ	১৯
৩.২.১.১	এনরিচমেন্ট প-ান্টেশন	ঃ	১৯
৩.২.১.২	ঘাস জমির উন্নয়ন	ঃ	১৯
৩.২.১.৩	জলাশয় রক্ষনাবেক্ষন	ঃ	১৯
৩.২.১.৪	বিশেষ ধরনের আবাসস্থল রক্ষনাবেক্ষন	ঃ	১৯
৩.২.২	আবাসস্থল পুনরুদ্ধার কার্যক্রম	ঃ	১৯
৩.২.২.১	ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা	ঃ	১৯
৩.২.২.২	পরিবেশ বান্ধব কর্মকান্ড পুনরুদ্ধার	ঃ	১৯
৩.৩	ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল	ঃ	২০
৩.৩.১	বাফার রিজার্ভ উপ-অঞ্চল	ঃ	২০
৩.৩.২	ট্রান্সর্পোটেশন করিডোর উপ- অঞ্চল	ঃ	২০
৩.৩.৩	টি স্টেট উপ- অঞ্চল	ঃ	২০
৪.০	জীবীকায়ন এবং ভ্যালু চেইন কর্মসূচী	ঃ	২০
৪.১	উদ্দেশ্য	ঃ	২০
৪.২	ভেলু চেইন এবং কনর্জারভেশন এন্টারপ্রাইজ	ঃ	২০
৪.২.১	কৃষি এবং উদ্যান বিষয়ক	ঃ	২০
৪.২.১.১	সমন্বিত বসতভিটা খামার ব্যবস্থাপনা	ঃ	২০
৪.২.১.২	উচ্চফলনশীল ফসলের চাষাবাদ	ঃ	২০
৪.২.১.৩	ভিলেজ/কমিউনিটি নার্সারী	ঃ	২০
৪.২.২	মৎস্য	ঃ	২১
৪.২.৩	বাঁশ সম্পদ উন্নয়ন	ঃ	২১
৪.২.৪	হস্ড়শিল্প এবং তাঁতশিল্প	ঃ	২১
৪.২.৫	উন্নত চুলা	ঃ	২১
৫.০	অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসুচী	ঃ	২১
৫.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২১
৫.২	সুবিধাদি	ঃ	২১
৫.৩	বনে রাস্ড়া/ট্রেইল নির্মান ও সংস্কার	ঃ	২১-২২
৬.০	দর্শনাথীর ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি	ঃ	২২

৬.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২২
৬.২	পাকিং স্পট সংস্কার এবং সম্প্রসারন	ঃ	২২
৬.৩	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	২২
৬.৩.১	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন এলাকা চিহ্নিতকরন	ঃ	২২
৬.৩.২	সুবিধাদির উন্নয়ন	ঃ	২২
৬.৩.২.১	প্রবেশ ফি	ঃ	২২
৬.৩.২.২	প্রকৃতি এবং হাইকিং ট্রেইল	ঃ	২২
৬.৩.২.৩	পিকনিকের জন্য সুবিধাদি	ঃ	২২-২৩
৬.৩.২.৪	কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	২৩
৬.৩.২.৫	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রন	ঃ	২৩
৬.৪	সংরক্ষন বিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতা	ঃ	২৩
৬.৪.১	পর্যটন শিক্ষার জন্য ইন্টারপ্রিটেটিভ মাধ্যম	ঃ	২৩
৬.৪.২	পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা	ঃ	২৩-২৪
৭.০	কমিউনিটি মনিটরিং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরন কর্মসূচী	ঃ	২৪
৭.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২৪
৭.২	সংরক্ষন বিষয়ক মনিটরিং	ঃ	২৪
৭.৩	সংরক্ষন বিষয়ক প্রশিক্ষন	ঃ	২৪
৮.০	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসূচী	ঃ	২৪
৮.১	উদ্দেশ্যসমূহ	ঃ	২৪
৮.২	স্টাফিং	ঃ	২৪-২৫
৮.৩	দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ	ঃ	২৫
৯.০	বাজেট	ঃ	২৫
৯.১	প্রয়োজনীয় ইনপুট এবং নির্দেশক বাজেট প্রাক্কলন	ঃ	২৫
৯.২	বাজেট পরিবর্তন/পরিমার্জন	ঃ	২৫
১০.০	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর ধারাবাহিকতার বজায় রক্ষার কৌশল	ঃ	২৫
১০.১	আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকা ভিত্তিক ধারাবাহিকতার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন	ঃ	২৫
১০.২	ধারাবাহিকতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন	ঃ	২৫-২৬
১০.৩	দীর্ঘমেয়াদী এবং সমন্নিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা	ঃ	২৬
১০.৪	‘নিসর্গ নেটওয়ার্কের’ পলিসি এবং আইনগত সমর্থন নিশ্চিতকরন	ঃ	২৬
১০.৫	মত বিনিময়ের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন	ঃ	২৭
১১.০	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অভিযোজন পরিকল্পনা	ঃ	২৭
১১.১	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ	ঃ	২৭
১১.২	লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ	ঃ	২৭
১১.৩.১	অতি বৃষ্টিপাত	ঃ	২৭
১১.৩.২	নদীর ক্ষীণ প্রবাহ	ঃ	২৭
১১.৩.৩	আকস্মিক বন্যা	ঃ	২৭
১১.৩.৪	খরার প্রকোপ	ঃ	২৮
১১.৩.৫	ঝড় ঝঞ্ঝা	ঃ	২৮
১১.৩.৬	নদীতীর ও মোহনায় ভাঙ্গন ও ভূমি গঠন	ঃ	২৮
১১.৪	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপের জন্য করণীয় অভিযোজন সমূহ	ঃ	২৮

১১.৪.১	ঝড় ঝঞ্ঝা/আকস্মিক বন্যা/অতি বৃষ্টিপাত জনিত কৃষি ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৮
১১.৪.২	পানির ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৮-২৯
১১.৪.৩	স্বাস্থ্য ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৯
১১.৪.৪	উন্নয়ন ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৯
১১.৪.৫	খরা ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৯
১১.৫	অভিযোজনের উপায়সমূহ	ঃ	২৯
১১.৬	লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের জন্য অভিযোজন পরিকল্পনা	ঃ	৩০-৩৭
	পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (সম্ভাব্য)	ঃ	৩৮-৪৫

পার্ট - ১

বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং ইস্যুসমহ

১.০ ভূমিকা ঃ

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘকালের চলে আসা প্রথাগত পদ্ধতির নানা দূর্বলতা দিন দিন প্রকাশ পাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আশার সঞ্চার করেছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এ পদ্ধতি আদর্শ মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে রক্ষিত বন এলাকার সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় এ পদ্ধতির প্রবর্তন এক যুগান্ড়কারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যার ফলে প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যও অর্জিত হচ্ছে। রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নীতির ভিত্তিতে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ন্যায় বিচার ভিত্তিক অংশিদারিত্ব মূলক বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে একটি অর্জনযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর সুষ্ঠু বাস্ড়বায়ন আবশ্যক। সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সম্পদ ব্যবহারকারী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগন সরকারের পাশাপাশি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রনয়ন, সিদ্ধান্ড় গ্রহন ও সুষ্ঠু বাস্ড়বায়নে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘমেয়াদী সফলতা লাভ করার উদ্দেশ্যে তৃনমূল থেকে মতামত গ্রহন করে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন পাঁচ বছর মেয়াদী এ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

যাইহোক লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের জন্য গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের স্বল্প মেয়াদী (চার দিন) প্রশিক্ষনের মাধ্যমে প্রনীত এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, যা আইপ্যাক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের (Performance Monitoring and Applied Research Associate) সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের দিক নির্দেশনা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

১.১ অবস্থান ও গঠন

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান মূলতঃ পশ্চিম ভানুগাছ সংরক্ষিত বনের একটি বড় অংশ। এ উদ্যান মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার ৫নং কমলগঞ্জ ও মাধবপুর ইউনিয়ন এবং শ্রীমঙ্গল উপজেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। ১৯৯৬ সালে সরকারী গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ১২৫০ হেক্টর আয়তনের এ বনকে সরকার 'জাতীয় উদ্যান' হিসেবে ঘোষণা করে এবং এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব 'বন্যপ্রাণি ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ; সিলেটের উপর ন্যাস্ড় হয়। এ উদ্যান ঢাকা শহর থেকে প্রায় ১৯৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এবং সিলেট শহর থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত এবং ২৪০৩০' - ২৪০৩২' (উঃ) অক্ষাংশ ও ৯১০৩৭' - ৯১০৪৭' (পূর্ব) দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ড় বিস্ড়ৃত। এ উদ্যানের ভিতর দুটি খাসিয়াপুঞ্জিসহ উদ্যানের পাশ ঘেষে ৬টি টি-এস্টেট/চা বাগান এবং আশে-পাশে ৩০টি গ্রাম রয়েছে। শ্রীমঙ্গল উপজেলা সদর হতে এর দূরত্ব প্রায় ৮ কিলোমিটার।

লাউয়াছড়ার এ উদ্যানটি সিলেটের পাহাড়ী বনকে প্রতিনিধিত্ব করে। এটা মূলতঃ চিরহরিৎ ও মিশ্রচিরহরিৎ বন। লাউয়াছড়া উদ্যান এবং এর সাথে সম্পৃক্ত এলাকায় ছয় প্রকারের ভূমির ব্যবহার সনাক্ত করা যায়। যেমন: ১) উচ্চ বনভূমি যার অধিকাংশ প্রাকৃতিক বনের অংশ ২) একক বা মিশ্র প্রজাতির সৃজিত বন ৩) তৃণভূমি ও বাঁশবন ৪) জলাভূমি ৫) চা বাগান ও ৬) চাষাবাদযোগ্য জমি। এ উদ্যান জুড়ে রয়েছে বৃষ্টির পানিতে সৃষ্টি হওয়া বেশ কিছু ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ, আঞ্চলিকভাবে যা 'ছড়া' নামে পরিচিত।

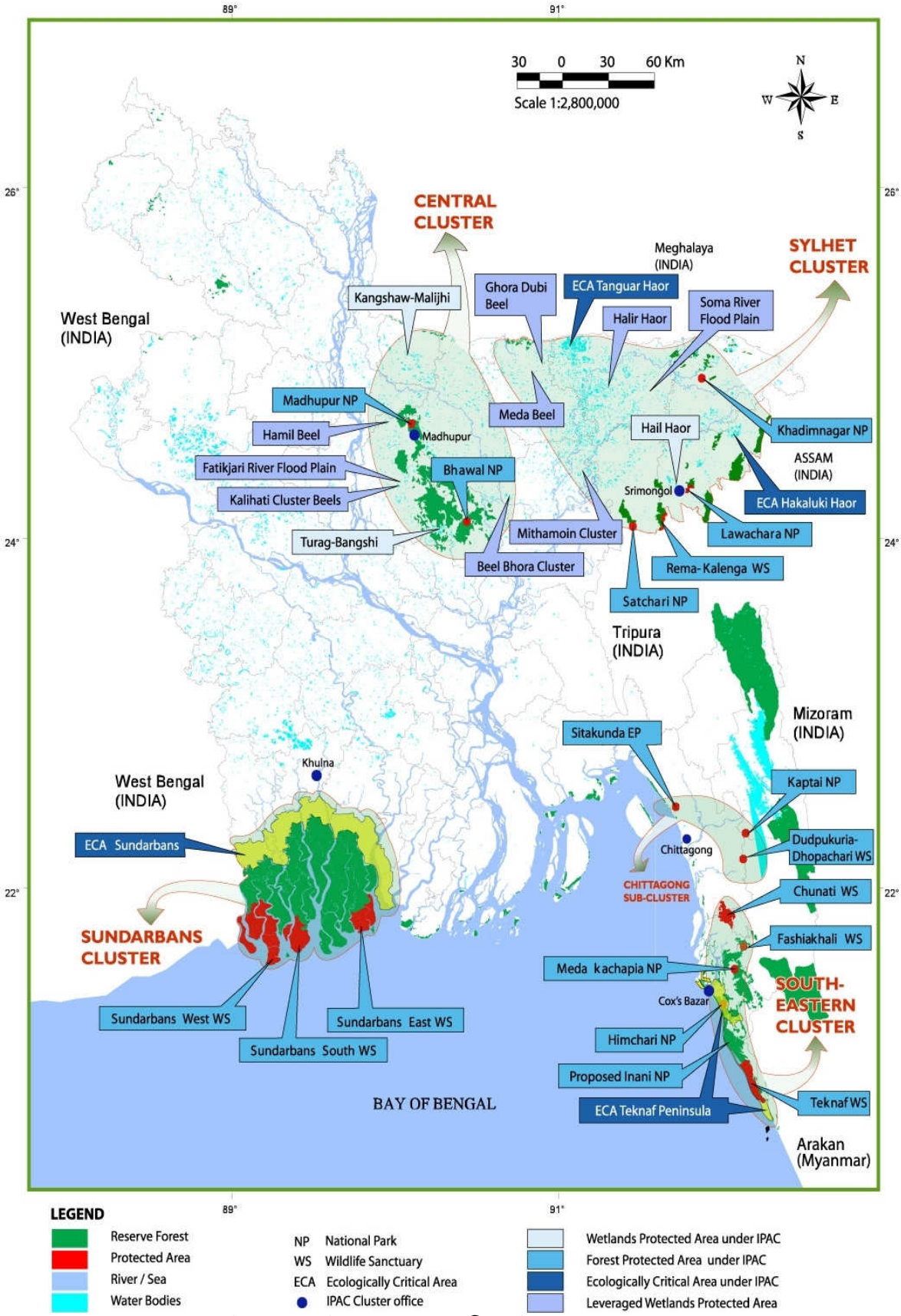

চিত্র - ১: আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকাসমূহ

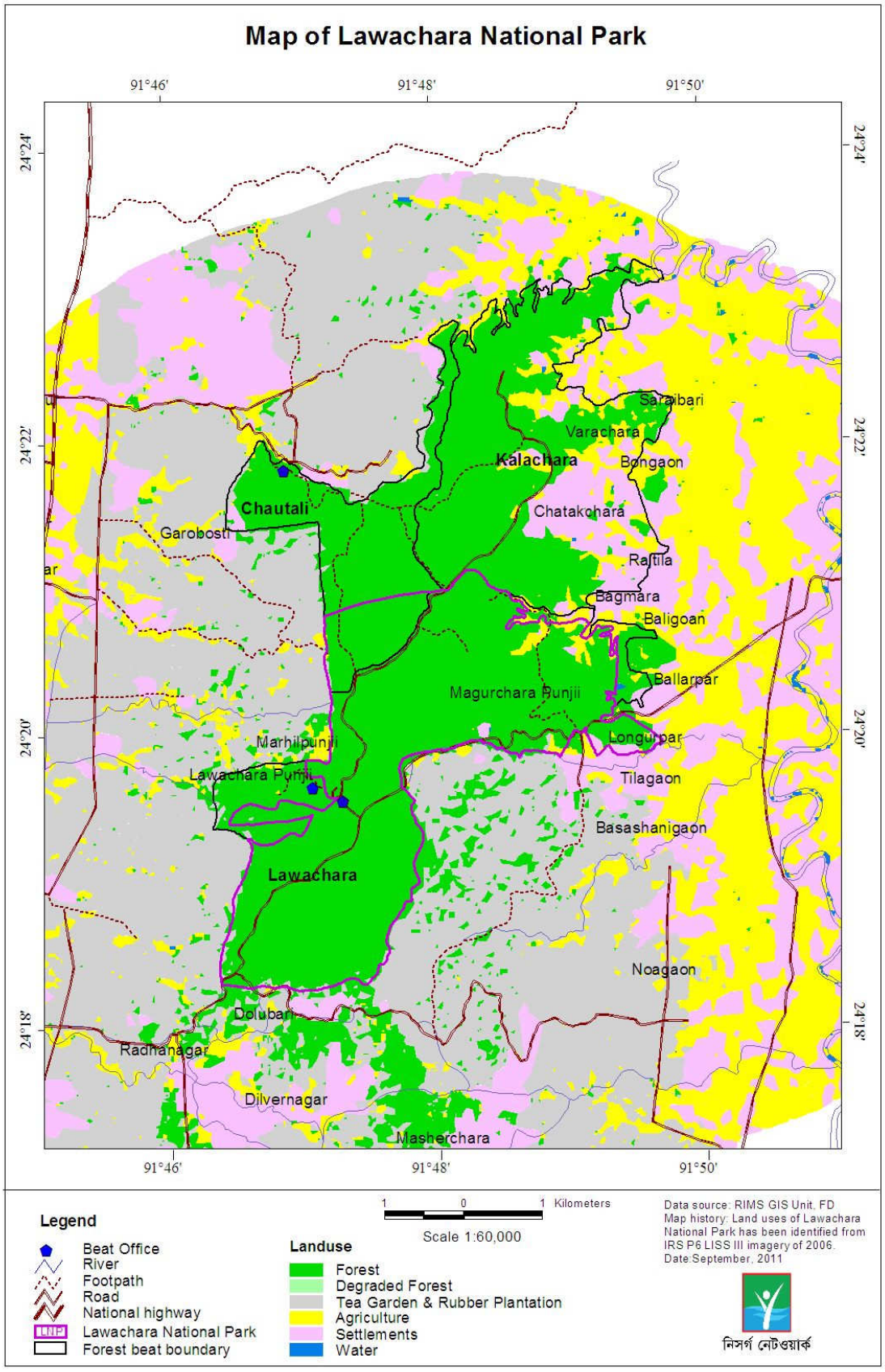

চিত্র - ২: লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের মানচিত্র

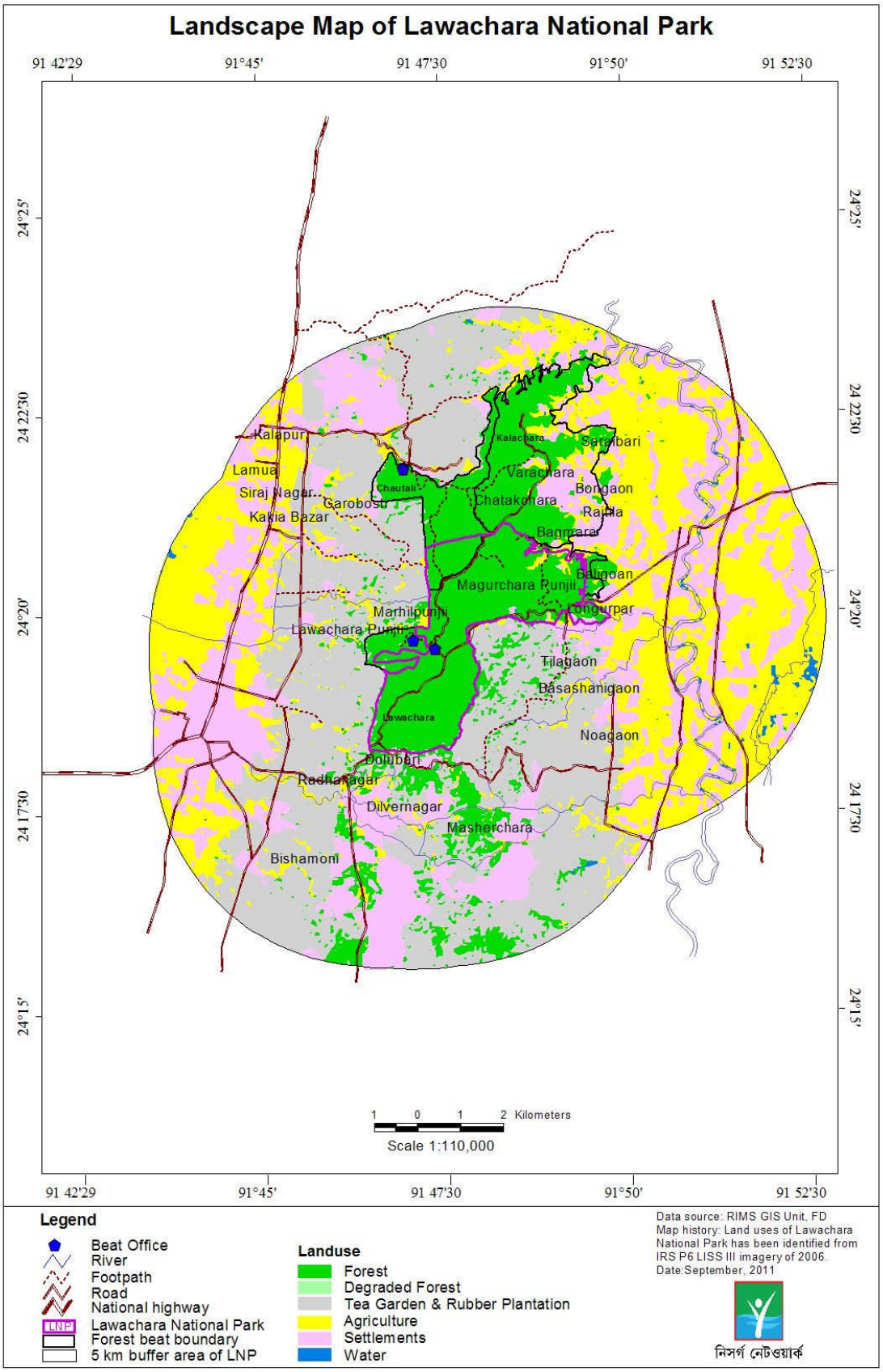

চিত্র - ৩ ঃ লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপ এলাকার মানচিত্র

১.২ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও চ্যালেঞ্জ সমূহ

সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং উদ্যানে বিদ্যমান সম্পদের ওপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বন-নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রধান উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য সমূহ

- সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে টেকসই ও স্থায়ী রূপ দেয়া, বনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- বর্তমান উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণ করা, খাদ্য ও পানির প্রাপ্যতা এবং প্রজনন কার্যক্রম নিশ্চিত করা
- এনরিচমেন্ট বাগান সৃজনের মাধ্যমে বিপন্ন ও বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ/প্রাণী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা
- অবহেলিত ও অতি দরিদ্র বিশেষ করে নারীদের সমানভাবে সুযোগ প্রদান করা
- পর্যটকদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন ও বৃদ্ধি করা
- পতিত ও প্রান্তিক ভুমিকে বন সৃজনের আওতায় আনা ও বনজ সম্পদ বৃদ্ধি করা
- বাফার এলাকায় সামাজিক বনায়ন সৃজনের মাধ্যমে বনের আশেপাশে বসবাসকারী দরিদ্র জনগনকে বনের সাথে সম্পৃক্ত করা।

চ্যালেঞ্জ সমূহ ঃ

- সংঘবদ্ধ চক্রের মাধ্যমে জাতীয় উদ্যান হতে বৃক্ষ নিধন ও পাচার
- স্থানীয় প্রভাবশালী ও স্বার্থান্বেষী মহলের মাধ্যমে বনভূমির অব্যহত বেদখল বা জবর দখল
- লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের চার পাশে অবস্থিত চা বাগানের শ্রমিক পরিবারগুলোতে জনসংখ্যা অব্যাহত ভাবে বৃদ্ধি ও ক্রমবর্দ্ধমান বেকারত্বের মাধ্যমে উদ্যানের সম্পদের ওপর চাপ সৃষ্টি
- উদ্যানের ভিতর দিয়ে ট্রেন চলাচল ও অন্যান্য যান্ত্রিক যানবাহন যাতায়তের মাধ্যমে বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বিচরণে বিঘ্ন সৃষ্টি
- লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান ও সংশি-ষ্ট ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের স্বল্পতা
- বনবিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, পরিবহন ও উপকরণের স্বল্পতা এবং আধুনিক বন ব্যবস্থাপনায় বনকর্মীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব
- জাতীয় উদ্যানের সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে প্রভাবশালী গোষ্ঠী ও পেশি শক্তির প্রভাব
- লাউয়াছড়ার আশে পাশে ইটভাটা ও 'স' মিল এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া
- ভূমির ব্যবহার পরিবর্তনের মাধ্যমে বনভুমিকে ক্রমান্বয়ে কৃষি জমিতে রূপান্ড়রের প্রচেষ্টা

২.০ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

জীববৈচিত্র্য প্রতিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদের ছাড়া পরিবেশ ও প্রতিবেশ কল্পনাও করা যায় না। জীববৈচিত্র্য যে কোন নিদিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শৃঙ্খলের প্রধান নিয়ামক। এদের ছাড়া খাদ্য উৎপাদন, পচন এবং পুনরায় খাদ্য শৃঙ্খলে ফিরে আসা অসম্ভব। বাস্তুতন্ত্রের সকল জীব ও জড় উৎপাদনের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখতে জীববৈচিত্র্য গুর"ত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হলে মানুষের অস্ড়িত্বও হুমকীর মধ্যে পড়বে।

২.১ জীববৈচিত্র্যের গুর"ত্ব

- লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানটি জীববৈচিত্র্যে এতই ভরপুর যে, এটি উত্তর-পূর্ব উপ-মহাদেশের আদর্শিক বনের প্রতিনিধিত্ব করে
- একটি নৃ-তাত্তিক জনগোষ্ঠীর দূইটি পুঞ্জির ৭৩টি পরিবার এ উদ্যানের ভিতর বসবাস করে এবং তাদের জীবন ও জীবিকা সম্পূর্নভাবে উদ্যানের ওপর নির্ভরশীল
- এটি আঞ্চলিক জলাধার হিসাবে বিশাল ভূমিকা রাখে, যেমন-হাইল হাওরের নাব্যতা অনেকাংশে লাউয়াছড়া ও আশে-পাশের বনের উপর নির্ভরশীল
- এ উদ্যান অতি বিরল প্রজাতির উল-ুকের ১৮টি পরিবারের গুর"ত্বপূর্ণ আবাস, এদেরকে কেবলমাত্র বিশ্বের ০৪ টি দেশে দেখতে পাওয়া যায়
- বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজনে এ উদ্যান গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২.২ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপকারিতা

- উদ্যানের ভিতরে বসবাসরত দু'টি নৃ-তাত্তিক জনগোষ্ঠি ও এর আশে-পাশে ২৮টি গ্রামের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের জীবন ও জীবিকায়নে উদ্যানের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল
- বৃষ্টির পানিতে সৃষ্টি হওয়া এ উদ্যানের ছড়াগুলি আঞ্চলিক জলাধার রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা রাখে
- অতিবিপন্ন / বিরল প্রজাতির উল-ুক সহ গুর"ত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এ উদ্যান ভূমিকা রাখছে
- বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য প্রেমিকদের জন্য একটি উলে-খযোগ্য শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে এ উদ্যান পরিগনিত হচ্ছে
- উদ্যানকে কেন্দ্র করে নৃ-তাত্তিক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষিত হচ্ছে
- এ উদ্যানকে কেন্দ্র করে স্থানীয়ভাবে পরিবেশ বান্ধব পর্যটন কেন্দ্রিক জীবিকার উন্মেষ ঘটছে।

২.৩ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আদেশ (সংশোধিত), ১৯৭৪' অনুযায়ী বনবিভাগ কর্তৃক এই জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনা ও সম্পদ সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

বাধা সমূহ ঃ

- চোরা শিকারী কর্তৃক ফাঁদ বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় জাতীয় উদ্যানে বন্যপ্রাণী শিকার
- কৃষি কাজের জমি তৈরী বা পান চাষের জন্য বনে আগুন দেওয়া হয়। এর ফলে বন্যপ্রাণী আতঙ্কিত হয় এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও ব্যহত হয়

- বন্যপ্রাণীর খাবার সরবরাহকারী উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে, ফলে সৃষ্ট খাবার সংকটের কারনে বন্যপ্রাণী লোকালয়ে প্রবেশ করছে অতঃপর মানুষের হাতে ধরা পড়ে প্রাণ হারাচ্ছে
- পর্যাপ্ত বনাচ্ছাদন না থাকায় এবং বিশেষ বন্যপ্রাণীর প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ প্রজাতির গাছ এবং বড় গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় আবাস্থলের সংকট ক্রমেই প্রকট হচ্ছে
- বনের অভ্যন্ড়রে বিভিন্ন সম্পদ সংগ্রহ ও অন্য নানাবিধ প্রয়োজনে মানুষের অনুপ্রবেশ বাড়ছে এবং এটা বণ্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বিচরণ বাধাগ্রস্থ করছে
- অবৈধ বৃক্ষ নিধন প্রক্রিয়া অব্যহত থাকায় বন্যপ্রাণীর আবাস্থল ও খাদ্যের সংকট হচ্ছে
- অবৈধ জবর দখল প্রক্রিয়া চলমান থাকায় দিন দিন বনভূমি সংকুচিত হচ্ছে এবং বন্যপ্রাণীর ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

২.৪ বনাঞ্চলের সীমারেখা

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানটি পশ্চিম ভানুগাছ সংরক্ষিত বনের একটি বড় অংশ। ১২৫০ হেক্টরের এ জাতীয় উদ্যান দক্ষিণ থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে বিস্ড়ৃত উত্তরে চাউতলী ও কালাছড়া বন বিট; উত্তর-পূর্ব কোনে বালিগাঁও ও বাগমারা; পূর্বে ফুলবাড়ী চা-বাগান, লঙ্গুরপাড়, ভাষানীগাঁও; পশ্চিমে ভাড়াউড়া চা বাগান, উত্তর-পশ্চিমে গারোবস্ড়ি ও ঘিলাছড়া চা বাগান এবং দক্ষিনে ডলূবাড়ি ও রাধানগর এ জাতীয় উদ্যানের সীমানা।

২.৫ বনাঞ্চলের জীব-ভৌত অবস্থা ঃ

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানটি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ও বিরল প্রজাতি সহ অসংখ্য জীব-জন্তুতে ভরপুর

- জাতীয় উদ্যান এলাকা ক্রান্ড়ীয় উষ্ণমন্ডলীয় মিশ্র চিরহরিৎ বন এর অন্ড়র্ভূক্ত
- এতে অনেক গুলি উচুঁ-নীচু টিলা রয়েছে যা সিলেটের পাহাড়ী বনের প্রতিনিধিত্ব করে
- উদ্যান এলাকার মাটি মূলতঃ পাহাড়ী বাদামী বর্নের, বেলে-দোআঁশ প্রকৃতির এবং অম্লীয় তবে অম্ল-ত্বের মাত্রা স্থানভেদে কম-বেশী হয়। এখানকার মাটি অপেক্ষাকৃত কম উর্বর কিন্তু আর্দ্র উষ্ণমন্ডলীয় আবহাওয়ার পতিত লতা-পাতার পচন দ্রুত ঘটে বিধায় মাটির উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত হিউমাস সমৃদ্ধ।

৩.০ জীববৈচিত্র্য এবং আবাসস্থল ঃ

৩.১ বনাঞ্চল

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানটি মূলতঃ একটি ক্রান্ড্রীয় উষ্ণমন্ডলীয় মিশ্র চিরহরিৎ বন। এ বনকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করার আগে এখানে জুম চাষ করা হত। বর্তমানে উদ্যানটি প্রাকৃতিক ও সৃজিত বৃক্ষে সমৃদ্ধ। এখানে চাপালিশ, জাম, সেগুন, আগর, রক্তনসহ বহু মূল্যবান গাছ এবং অতি বিপন্ন ও বিরল প্রজাতির উল্লুক, লজ্জাবতী বানর, চশমাপরা হনুমান, মায়া হরিনসহ বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি আছে।

৩.২ উদ্ভিদ/বন্যপ্রাণী সমূহ

উদ্যানটিতে সেগুন, চাপালিশ, আগর, রক্তনসহ মোট ১৬৭ প্রজাতির উদ্ভিদ, ০৪ প্রকার উভচর প্রাণী, ৬ প্রজাতির সরিসৃপ, ২৪৬ প্রজাতির পাখি এবং ২০ প্রজাতির স্ড়ন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে।

৩.৩ বনাঞ্চল ভিত্তিক পন্য সমূহ

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে উৎপাদিত পন্যসমূহ বনের ওপর নির্ভরশীল হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বনে উৎপাদিত উলে-খযোগ্য পন্যগুলি হল ঃ
ঘর ও আসবাবপত্র তৈরির কাঠ, জ্বালানী কাঠ, ঔষধি গাছ, বাঁশ ও বেত, অর্কিড, মধু, বিভিন্ন প্রকার ফল ফলাদি।

৩.৪ জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের চারপাশে বিশাল জনগোষ্ঠী বসবাস করে। দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর পাশাপশি জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তারা এ বন থেকে নিয়মিত জ্বালানি কাঠ, বাঁশ, বেত, মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় এখানকার উৎপাদিত পন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় সহজে পরিবহন ও সরবরাহ করা যায়।

৪.০ জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ঃ

৪.১ বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি সমূহ

- বর্তমানে এ জাতীয় উদ্যানটি সহ-ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। 'নিসর্গ সহায়তা প্রকল্পের' সহায়তায় এখানে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে 'নিসর্গ নেটওয়াক' এর আওতায় সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর বর্তমান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সরকার প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে, অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার ভিত্তি হচ্ছে, রক্ষিত এলাকা/প্রাকৃতিক বন ও জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত সুফল বা উপকার সকল অংশগ্রহণকারী ও সহযোগীদের মধ্যে সুষম বণ্টন এবং সিদ্ধান্ড়গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলের কার্যকর অংশগ্রহনের নিশ্চয়তা। অংশগ্রহণ ও সহযোগীতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণের এ প্রক্রিয়াটিকে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বলা হয়। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে একটি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন নিয়োজিত আছে। এ সংগঠন দ্বিতীয় স্ড়র বিশিষ্ট। প্রথম স্ড়র হল 'সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' যা নীতি নির্ধারণী স্ড়র হিসেবে কাজ করে এবং দ্বিতীয় স্ড়র হল 'সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি' যা নীতিমালার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করে।

- ‘বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আদেশ (সংশোধিত), ১৯৭৪’ এর নির্দেশনা অনুযায়ী বন অধিদপ্তরের ‘বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, সিলেট’ এ উদ্যানের ব্যবস্থাপনায় করণীয় ভূমিকা পালন করে।
- উলে-খিত আইন অনুযায়ী, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ১২৫০ হেক্টরের সীমানার মধ্যে কোন প্রকার বনজ দ্রব্য আহরণ, পরিবহন ও অপসারণ সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ

৪.২ বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা

‘বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আদেশ (সংশোধিত), ১৯৭৪’ অনুযায়ী বনবিভাগের অধীন ‘বন্যপ্রানী এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থা বিভাগ’ সিলেট বনবিভাগ কর্তৃক এই জাতীয় উদ্যানের বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে।

৪.৩ জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার

১৯২৭ সাল থেকে পাহাড়ী বনকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করার কার্যক্রম শুরু হয়। ফলে আবাসস্থল রক্ষার প্রয়োজনে বন বিভাগ অবৈধ বৃক্ষ নিধন, বন্যপ্রাণী শিকার, বনে আগুন দেয়া ইত্যাদি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করে। জাতীয় উদ্যান হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পর এ বন ব্যবস্থ্যাপনার দায়িত্ব ‘বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, সিলেট’ ওপর ন্যস্ড় হয় এবং তখন থেকে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারে বিভাগটি নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় বর্তমানে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে বাফার বনায়ন/ সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি করে জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

৪.৪ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত হওয়ায় এবং এর যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় এখানে পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার ক্ষেত্র উম্মোচিত হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় এবং উদ্যানের অভ্যন্ড়রে ও বাইরে নানাবিধ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন সুবিধার বিস্ড়ার ঘটায় ইতিমধ্যে এখানে উলে-খযোগ্য সংখ্যক দেশী-বিদেশী পর্যটকের আগমন ঘটছে এবং এ খাত হতে নভেম্বর, ২০০৯ থেকে ২৫ জুন, ২০১১ পর্যন্ড় আয় হয়েছে ৩৭,০৩,২৭০/- টাকা। সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, এ জাতীয় উদ্যানে পর্যটন সুবিধা হতে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ পরবর্তী বছর সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এ অর্থ দ্বারা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি উদ্যান ও তৎসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকার সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কাজে ব্যায় করতে পারে। অর্জিত সরকারী রাজস্ব হতে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন তথা স্থানীয় জনসাধারনকে ভাগ প্রদানের ঘটনা আমাদের দেশে নজিরবিহীন। লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান কেন্দ্রিক ২ টি ইকো কটেজ, ৩ টি টুরিস্ট শপ, পিকনিক স্পট, গাড়ি পার্কিং স্থান, টয়লেট সুবিধা, পানি সরবরাহ, টুরিস্টশেড, বসার বেঞ্চ ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে। এখানে ২৩ জন প্রশিক্ষিত ইকো-ট্যুর গাইড আছে। এছাড়া পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নিয়োজিত আছে টুরিস্ট পুলিশ ।

৪.৫ বনাঞ্চল ভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য ব্যবস্থাপনা

সরকার পূর্বে নির্দিষ্ট অংকের রাজস্ব গ্রহনের বিনিময়ে বন হতে উৎপাদিত পণ্য আহরণের বন্দোবস্ড় প্রদান করত। কিন্তু বর্তমানে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাবে এ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্ভব হচ্ছেনা। বনের ভিতর ও আশে-পাশের বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকায়নের প্রয়োজনে এ সম্পদসমূহ আহরন করে।

৪.৬ প্রতিষ্ঠানিক এবং সু-শাসন সম্পর্কিত ইস্যু সমূহ

- লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ম্যাপ নিয়মিতভাবে হাল নাগাদ না করা
- নিয়মিত বা নির্ধারিত বিরতিতে বনশুমারী না করা
- বন বিভাগের প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব
- বন বিভাগের প্রয়োজনীয় পরিবহন ও আধুনিক উপকরণের স্বল্পতা
- বন কর্মীদের আধুনিক বন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত দক্ষতার অভাব
- যৌথ বন টহল দলের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক আস্থার অভাব
- সরকারী অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বন বিভাগের কার্যকরী যোগাযোগের অভাব
- কমিউনিটি পেট্রলিং গ্রুপ জন্য অপ্রতুল আর্থিক সুযোগ-সুবিধা
- কার্যকর সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মত সময় প্রদান।

৫.০ ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বর্তমান অবস্থা ঃ

৫.১ ল্যান্ডস্কেপ এপ্রোচ

ল্যান্ডস্কেপ পন্থা হল এমন একটি পন্থা যার মাধ্যমে উদ্যান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুধুমাত্র উদ্যানের অভ্যন্ড়রের সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ ইত্যাদি নির্ভর না হয়ে উদ্যান ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান সকল উপাদান অর্থাৎ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত আবাসস্থল/বন, প্রতিবেশ ব্যবস্থা, নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী, সামাজিক/প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান এবং পরস্পর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রনয়ন পূর্বক তা বাস্ড়বায়ন করা।

৫.২ রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা

- রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় মূলতঃ ব্যাক্তি মালিকানাধীন জমি এবং খাস জমি যা স্থানীয় জনসাধারন কৃষি কাজে ব্যবহার করে থাকে। কৃষিজ ফসলের এ ধরনের ক্ষেতগুলি কিছু দুগ্ধপোষী, পাখি, সরীসৃপের গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল এবং বর্ষা মৌসূমে বৃষ্টির পানিতে এর কিছু অংশ প-াবিত হয়।
- বন বিভাগ ও অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক সৃষ্ট সামাজিক বন, স্ট্রীপ বন, উডলট ও ব্যক্তি মালিকানাধীন বন।
- স্থানীয় অধিবাসীদের বসতভিটা।
- লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ড় জুড়ে রয়েছে ছোট-বড় মোট ৭টি চা বাগান। এই সকল চা-বাগানের শ্রমিকরা জ্বালানীসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সরবরাহের জন্য উদ্যানের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।
- উদ্যানের পূর্ব প্রান্ড়ে প্রায় ১ কি:মি: এলাকা জুড়ে রয়েছে বন বিভাগের জমি। এটি মূলত: তৃণভূমি এলাকা এবং এর মধ্য হতে প্রায় ৭০ হেক্টর এলাকা 'হীড বাংলাদেশ' নামক একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাকে দীর্ঘমেয়াদী লীজ প্রদান করা হয়েছে।
- ১৯৪০ এর দশকে বনায়নের কাজে শ্রমিক সরবরাহের জন্য বন বিভাগ উদ্যান ও সংশি-ষ্ট ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় ২টি ফরেস্ট ভিলেজ (মাগুরছড়া পুঞ্জি ও লাউয়াছড়া পুঞ্জি) স্থাপন করে। এ গ্রাম ২টি তে খাসিয়া

ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর প্রায় ৭৩ টি পরিবার বসবাস করে এবং বন বিভাগের জায়গায় পান চাষ করে এবং বন হতে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

- ল্যান্ডস্কেপ এলাকার অন্যান্য জমিতে স্থানীয় জনসাধারন সাধারনতঃ বিভিন্ন অর্থকরী ফসল যেমন: পান, লেবু ও আনারস চাষ করে।

৫.৩ ভূমি ব্যবহার এর বর্তমান অবস্থা

- লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ভিতর দু'টি খাসিয়া পুঞ্জিতে প্রায় ১১০ হেক্টর জমি পান চাষের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে
- বন বিভাগের ১১১০ হেক্টর দীর্ঘমেয়াদী সৃজিত বাগান, ১৮৭ হেক্টর স্বল্প মেয়াদী বাগান, ২৫ হেক্টর বাঁশ ও বেত বাগান রয়েছে
- লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে অবৈধ বনভূমি দখল অব্যাহত আছে। বর্তমানে প্রায় ৩০০ হেক্টর জমি জবর দখলে আছে।
- বনের অভ্যন্ড়রে যে সকল এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে বনের স্বাভাবিক পূনর"জ্জীবন প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে না এমন কিছু এলাকায় বন বিভাগ ইতিমধ্যে ইনরিচমেন্ট বাগান সৃজন করেছে
- ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বিভিন্ন রাস্ড়ার (সড়ক ও জনপথ, ইউনিয়ন পরিষদ, এলজিইডি ইত্যাদি) দুই ধারে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্ট্রীপ বা সড়ক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে
- স্থানীয় জনসাধারন ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় এবং অনেক সময় পতিত বন এলাকায় কৃষি কাজ মূলতঃ সবজী চাষ করে। কৃষি ও সবজী চাষে উৎপাদিত ফসল তাদের পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জীবিকা উপার্জনেও সহায়তা করে।

৫.৪ সংলগ্ন গ্রাম সমূহ

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় মূলতঃ কমলগঞ্জ ও শ্রীমঙ্গল এ দু'টি উপজেলার সীমানায় বিস্ড়ৃত। উপজেলা ভিত্তিক অন্ড়র্ভূক্ত গ্রামগুলি হল ঃ

কমলগঞ্জ উপজেলা

কালাছড়া, সরইবাড়ি, বাদেউবাহাটা, বনগাঁও, রাসটিলা, ভেড়াছড়া, ছাতকছড়া, বাঘমারা, উঃবালিগাঁও, দঃবালিগাঁও, বাল-ারপাড়, ফুলবাড়ি (চা বাগান), মাগুরছড়াপুঞ্জি, লঙ্গুরপাড়, টিলাগাঁও, ভাষানীগাঁও, নুরজাহান চা বাগান।

শ্রীমঙ্গল উপজেলা

দিলবরনগর, রাধানগর, ডলুছড়া, বিরাইমপুরবস্ড়ি, ভাড়াউরাবস্ড়ি, জাগছড়া, খাইছড়া, সোনাছড়া, গারোবস্ড়ি, কালাপুর, লামুয়া, সিরাজনগর, লাউয়াছড়াপুঞ্জি।

৫.৫ স্টেকহোল্ডার বিশে-ষণ

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান সংশি-ষ্ট তিন ধরনের স্টেকহোল্ডার রয়েছে। যথা ঃ

- প্রাতিষ্ঠানিক স্টেকহোল্ডার ঃ বন বিভাগ, এন জি ও, ইউনিয়ন পরিষদ, বিজিবি এবং পুলিশ

- প্রাথমিক স্টেকহোল্ডার ঃ জ্বালানী কাঠ সংগ্রাহক, অবৈধ বৃক্ষ নিধনকারী ও পাচারকারী, বাঁশ ও কাঠ সংগ্রাহক, শাক-সব্জি সংগ্রহকারী, মধু সংগ্রহকারী, বনের জমি জবরদখলকারী, পান চাষি, পর্যটক, শিকারী
- দ্বিতীয় স্ড়রের স্টেকহোল্ডার ঃ কাঠ ব্যবসায়ী, স মিল মালিক, ইট ভাটার মালিক, ফার্নিচার ব্যবসায়ী

৫.৬ কৃষি জমি এবং বসত ভিটার ব্যবহার

- ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় এবং অনেক সময় পতিত বন এলাকায় কৃষি জমিতে ধান ও সবজি চাষ করে স্থানীয় জনসাধারন তাদের পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জীবিকা উপার্জন করে।
- ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় পান, আনারস ও লেবু চাষ বেশ জনপ্রিয় এবং জীবিকা উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম
- বসত বাড়ীতে ফলজ গাছ, বনজ গাছ, ঔষধি গাছ রোপন ও পরিচর্যা করা হয়।

৫.৭ বনভুমির অবৈধ দখল

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে অবৈধ বনভূমি দখল অব্যাহত আছে। বর্তমানে প্রায় ৩০০ হেক্টর জমি জবর দখলে আছে। মূলতঃ বাঘমারা, ছাতকছড়া, ভেড়াছড়া, সরইবাড়ি, লঙ্গুরপাড় ও ডলুছড়া টিপরাপাড়ার লোকজন কৃষি কাজে ও বসতভিটা হিসেবে ব্যবহারের জন্য এ জমি জবরদখল করেছে। তাছাড়া ফরেস্ট ভিলেজার ও বনের ভিতর বসবাসকারী দু'টি খাসিয়াপুঞ্জির লোকজনও বেশ কিছু জমি জবরদখল করেছে। এ সমস্ড় জবরদখলকৃত জমি পূনঃর"দ্ধারের পূর্বে তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি। তবে বনবিভাগ সামাজিক বনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে জবরদখলকৃত ভূমি উদ্ধারের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করছে।

পার্ট - ২

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে কৌশলগত সুপারিশসমূহ

১.০ সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কৌশলগত দিক এবং বাস্ড়বায়ন সুপারিশমালা

১.১ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য এবং কৌশল সমূহ ঃ

দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হল লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের অন্ড়র্ভূক্ত সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমান বন এলাকা টিকিয়ে রাখা এবং এর নির্বাচিত জীববৈচিত্র্যকে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য অবস্থায় ধরে রাখা। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য গুলো নিম্নরূপঃ

- এমন একটি সহ-ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যা লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গৃহীত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে সাহায্য করবে। এখানে কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় স্থানীয় জনগনকে স্টেকহোল্ডার হিসেবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে
- সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এবং মূল স্টেকহোল্ডার ও স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে লাভ ভাগাভাগির ভিত্তিতে সহ-ব্যবস্থাপনা দলের অনুবর্তী হয়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কাজ করা।
- রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য পদ্ধতি প্রণয়ন, কর্ম প্রক্রিয়া নির্ধারণ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাজের সক্ষমতা অর্জন এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা।
- টিকে থাকতে সক্ষম এমন বন্যপ্রাণীকে সংরক্ষণ করা যার অন্ড়র্ভূক্ত থাকবে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন প্রাণী, হুমকীর মুখে থাকা প্রাণী, সংরক্ষিত প্রাণী, দুর্লভ প্রজাতির গাছ এবং প্রাণী।

- যত দ্রুত সম্ভব উদ্ভিদকুল, প্রাণীকূল ও ভৌত উপাদান সম্পর্কিত বিষয় পুনরুদ্ধার করা এবং বজায় রাখা এবং বনজ প্রতিবেশের উৎপাদনশীলতা ধরে রাখা।
- নির্দিষ্ট কিছু স্থানে পরিবেশবান্ধব পর্যটনকে উৎসাহিত করা এবং দর্শনার্থীদের ভ্রমণের জন্য নতুন ট্রেইল নির্মান সহ বৃদ্ধমান ট্রেইলের উন্নয়ন করা।
- সর্বোপরি, বিকল্প আয় সৃষ্টি সংক্রান্ড় কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানো, তাদের নিজ কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং জীবিকার উন্নয়ন।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য মুল কার্যক্রমের পাশাপাশি নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলোও হাতে নিতে হবে ঃ

- জরিপের মাধ্যমে উদ্যানের সীমানা চিহ্নিত করা
- একটি সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল গড়ে তোলা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কাজে সংশি-ষ্ট নীতি বিষয়ক নির্দেশনা প্রণয়ন, সহ-ব্যবস্থাপনাকে রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণের সাথে সংগতিপূর্ণ করে গড়ে তোলা যাতে স্টেকহোল্ডারা এর সাথে সম্পৃক্ত থাকে
- জীববৈচিত্র্যের উৎস্যসমূহের জরিপ পরিচালনা করা
- বন বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বনবিভাগটি যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে
- সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং সংরক্ষণ বিষয়ক ইস্যুতে সম্প্রসারন কার্যক্রম গড়ে তোলা
- স্থানীয় স্টেকহোল্ডার এবং বন বিভাগের কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, আয়-বৃদ্ধি ও সচেতনতা সৃষ্টিসহ রক্ষিত এলকার সুবিধা উন্নয়ন কার্যকর ভূমিকা পালনের সক্ষমতা অর্জন
- উদ্যানের মধ্যে সংরক্ষণ এবং দর্শনার্থীদের জন্য সুবিধার উন্নয়ন করা
- অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আশেপাশের গ্রামগুলিতে বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদের যোগান বৃদ্ধি করা
- দেশীয় জাতের চারার মাধ্যমে বনায়নকে উৎসাহিত করা এবং ধীরে ধীরে বিদেশী জাতের গাছের স্থলে দেশীয় জাতের চারা রোপন করা
- প্রধান স্টেকহোল্ডারদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা

১.২ সহ -ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করা হচ্ছে। সহ-ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ও সহযোগি সকলেই রক্ষিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত সুফল সুষমভাবে বন্টন এবং ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা বিষয়ে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। সকল স্টেকহোল্ডারদের কার্যকরী অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনার এই প্রক্রিয়াই হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা।

১.২.১ সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য সমুহ

- রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্যের দীর্ঘ মেয়াদী সংরক্ষন নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্থানীয় জনসাধারনকে প্রধান স্টেকহোল্ডার হিসাবে অংশ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করা

- রক্ষিত এলাকার আশপাশে বসবাসকারী জনগনের অংশগ্রহনভিত্তিক বনজ সম্পদের ব্যবহার ও বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো
- রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য অবকাঠামো, প্রশিক্ষন এবং যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিসহ উন্নততর প্রশাসনিক কাঠামো নিশ্চিতকরন
- পরিবেশ পর্যটনকে উৎসাহিত করা এবং দর্শনার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা
- স্থানীয় জনগনের পরামর্শ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যম সহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া
- রক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা এবং প্রয়োজনীয় গবেষণার বিষয় সনাক্ত করা
- জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ও এর সাথে খাপ খাওয়ানোর কৌশল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা

১.২.২ সহ ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিয়োজিত সংগঠন। এই সংগঠন হচ্ছে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুনির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার সাথে বিভিন্ন ভাবে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী ও সরকারি বিভাগের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত। লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো হলো: ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম (ভিসিএফ); পিপল্স ফোরাম (পিএফ); সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (সিএমসি) এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি)।

প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহের নেটওয়ার্কিং তৈরীর মাধ্যমে নিমোক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হবে ঃ

- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহের নেটওয়ার্ক তৈরী
- রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য কৌশলগত সামর্থ্য উন্নয়ন
- সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় নতুন নতুন এলাকা অন্ড়র্ভূক্ত করা
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ এবং এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টিতে যথেষ্ট গুর"ত্ব প্রদান করা
- প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা
- বন নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা ও বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা

১.২.৩ সুবিধা সমূহের বন্টন এবং সহ-ব্যবস্থাপনা চুক্তি

ক) ৫০ শতাংশ রাজস্ব আয় রক্ষিত এলাকার উন্নয়নে ব্যয়

রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকান্ড হতে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ পরবর্তী বছর জাতীয় উদ্যান ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যয় করার জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন: রক্ষিত এলাকায় দর্শনার্থী কর্তৃক প্রদেয় প্রবেশ ফি এবং স্টুডেন্ট ডরমেটরী ব্যবস্থাপনা হতে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট পরবর্তী বছর ফেরত দেয়া হয়। এ অর্থ রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র সংরক্ষন এবং উন্নয়নে ব্যয় করা হয়। এছাড়াও সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মাধ্যমে সৃষ্ট বন হতে নিম্নর"প ভাবে লভ্যাংশ বন্টিত হয়:

খ) শালবন ব্যতিত বিদ্যমান বাগান ও প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে ঃ

১) বন অধিদপ্তর ৫০%
২) উপকারভোগী ৪০%

৩) বৃক্ষরোপন তহবিল ১০%

গ) স্থানীয় জনগন নিজেদের উদ্যোগে বন বিভাগের ভূমিতে গৃহীত সামাজিক বনাবয়নের ক্ষেত্রে ঃ

১) বন অধিদপ্তর ২৫%

২) উপকারভোগী ৭৫%

ঘ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে সরকারি আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ভূমিতে সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রেঃ

১) বন অধিদপ্তর ১০%

২) উপকাভোগী ৭৫%

৩) ভূমির মালিক সংস্থা ১৫%

১.২.৪ ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল ঃ

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্ড়রে এবং আশেপাশে ব্যাপক সংখ্যক জনগন রয়েছে যাদের অধিকাংশের জীবিকা বিদ্যমান বনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এই জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় সৃষ্টি, সামাজিক ও সামষ্টিক উন্নয়নে আইপ্যাক প্রকল্প ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল প্রদানের মাধ্যমে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই তহবিল জীববৈচিত্র সংরক্ষন সহ বননির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। কিন্তু এই বিশাল কর্মকান্ড অন্যান্য সংশি-ষ্টদের সহযোগিতা ছাড়া এককভাবে আইপ্যাক প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। এজন্য নিসর্গ নেটওয়ার্ক সংশি-ষ্ট অংশীদার ও সমর্থনকারী বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগ ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। বিকল্প আয় বৃদ্ধি ও ব্যবসায় উদ্যোগ সমূহে সংশি-ষ্ট সংস্থাকে জড়িত করার মাধ্যমে কোন জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হবে।

২.০ আবাসস্থল পূনর"দ্ধার কর্মসুচি

২.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- বণ্যপ্রাণীর স্বাভাবিক প্রজনন ও বিচরণ নিশ্চিত করা
- বণ্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করা
- অবৈধ শিকার ও আহরণ বন্ধ করা
- বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির সংরক্ষণ ও বংশ বৃদ্ধি

২.২ বর্তমান বনাঞ্চল এবং জলাভূমির ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপ হালনাগাদ করণ

- লাউয়াছড়া ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার সম্পদ চিহ্নিত করে প্রস্তুতকৃত বিদ্যমান ম্যাপ হালনাগাদ করা। এ ব্যাপারে বন বিভাগের রিমস্ ইউনিট হতে সহায়তা গ্রহন করা যেতে পারে। উলে-খ্য যে রিমস্ ইউনিট এব্যাপারে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করছে।

২.৩ সীমানা চিহ্নিতকরণ

- সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য যথাযথভাবে সার্ভে করার পর সীমানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সীমানা পিলার স্থাপনা করা যেতে পারে। এর পাশাপাশি সচেতনতা ও

নির্দেশনামূলক সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ডও স্থাপন করা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে স্থাপিত সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ড প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মেরামত ও পূণঃমুদ্রণ করা যেতে পারে।

২.৪ অবৈধভাবে গাছ কাটা/ বনে আগুন দেয়া/ পানি সেচা এবং পশু চরাণো নিয়ন্ত্রণ

- অবৈধ গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণে বন বিভাগের কর্মীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহ করা প্রয়োজন
- বন টহল দল পূর্ণগঠন ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন
- যৌথ টহল দলের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, বিভিন্ন প্রকল্প ও দাতা সংস্থা হতে সাহায্য আহবান করা যেতে পারে
- রক্ষাকাজে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মাঠকর্মী ও স্থানীয় লোকজনদের কেউ দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে পারলে তাকে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে
- সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- পশু না চরানোর জন্য কাটা তারের বেড়া নির্মাণ করা
- বন নির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে বিকল্প আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা
- ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা
- অবকাঠামো (স্কুল, রাস্তাঘাট, ব্রীজ/কালভার্ট) উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন
- আগুন নির্বাপনী প্রয়োজনীয় যন্ত্র পাতির সরবরাহ করা
- বনে গোচরন বন্ধে গবাদীপশুর মালিকদের অবহিত করা
- বনভূমির অবৈধ দখল মুক্ত করা ও অবৈধ দখলরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা
- সিএম সি ও বন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সভার মাধ্যমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা

৩.০ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ঃ

এই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঃ

- হুমকীর সম্মুখীন নির্বাচিত বনাঞ্চলের কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাতে করে জীব বৈচিত্র্য রক্ষা পায়
- বনকে উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক সংরক্ষণের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী বসবাসের উপযোগী করে তোলা
- বনের সম্ভাবনাময় উৎস্যগুলোকে সংরক্ষণ করা যার মধ্যে নির্বাচিত জীববৈচিত্র্যও অন্তর্ভূক্ত থাকবে
- স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ ও কার্যকর অংশগ্রহনের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে শক্তিশালীকরণ।

৩.১ ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ব্যবস্থাপনা

- ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকায় স্ট্রীপ বনায়ন, সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ব্রীজ, কালভার্ট সংস্কার/নির্মান, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, সেনিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বল্পমূল্যে উন্নত চুলা স্থাপন, ম্যালিরিয়া নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধি ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ কাজে অর্থের সংকুলান করতে বিভিন্ন প্রকল্প প্রনয়ন ও দাতা সংস্থাগুলি হতে অর্থ সহায়তা গ্রহনের প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে।
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার কর্মরত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করা প্রয়োজন।

৩.২ রক্ষিত এলাকার মূল অংশ (কোর জোন) ব্যবস্থাপনা

৩.২.১ আবাসস্থল উন্নয়ন কার্যক্রম

৩.২.১.১ **এনরিচমেন্ট প-ান্টেশন ঃ** কোর জোনের ক্ষতিগ্রস্থ অংশে যেখানে প্রাকৃতিকভাবে বনের স্বাভাবিক পূনুর"জ্জীবন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হচ্ছে সেখানে বনায়ন করা ও কপিচ কান্ড ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন

৩.২.১.২ **ঘাস জমির উন্নয়ন ঃ** তৃণভোজী বণ্যপ্রাণীদের খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ঘাস বাগান সৃষ্টি করা

৩.২.১.৩ **জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণ ঃ** বণ্যপ্রাণীদের জন্য বনের অভ্যন্ড়রে পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জলাশয় খনন ও সংস্কার/পূণঃখনন করা প্রয়োজন।

৩.২.১.৪ **বিশেষ আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ ঃ** বিশেষ বিশেষ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ধরনের আবাসস্থল ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন। যেমন: উল-ুকের জন্য বড় / লম্বা গাছের আচ্ছাদন রক্ষা প্রয়োজন। বন্যপ্রানীর খাবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য আলাদা বনায়ন অথবা বিদ্যমান ফলদ গাছ সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন।

৩.২.২ আবাসস্থল পূনর"দ্ধার কার্যক্রম

৩.২.২.১ ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা

- বিদ্যমান ছড়া পূনঃখনন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাঁধ নির্মাণ করা
- শুষ্ক হ্রদ পূনঃখননের মাধ্যমে পানির পর্যাপ্ত প্রবাহ নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।

৩.২.২.২ পরিবেশ পুনঃর"দ্ধার

- বনকে কোলাহল ও যান্ত্রিক শব্দমুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন
- পর্যটকদের বিচরণ বনের নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখা
- সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড ইত্যাদি স্থাপন করা
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- উদ্যানকে বানিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার না করা
- কার্বন তহবিল হতে অর্জিত আয় পরিবেশ পুনর"দ্ধার ও উন্নয়নে বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় এবং ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার বন নির্ভর দরিদ্র জনসাধারণের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ব্যবহার করা

৩.৩ ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল

৩.৩.১ বাফার রিজার্ভ উপ-অঞ্চল

- বাফার জোনে ইতোপূর্বে সৃষ্ট সকল প্রকার বাগান বন নির্ভর উপকারভোগীদের মাঝে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে বন্টন
- নতুন বাফার বাগান সৃষ্টি ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নতুন সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি করা
- কোর জোন সংরক্ষণে, বাফার ও সামাজিক বনের অংশীদারদের ভূমিকা/দায়-দায়িত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন বিভাগের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় সভার আয়োজন করা

৩.৩.২ ট্রান্সপোর্টেশন করিডোর উপ-অঞ্চল

- উদ্যানের মধ্যে প্রধান সড়কে গতি নিয়ন্ত্রক স্থাপন করা
- সতর্কতা ও সচেতনতামূলক বিলবোর্ড/ম্যাসেজ বোর্ড স্থাপন করা
- ট্রাফিক সিগন্যাল স্থাপন করা
- উচ্চ শব্দ পরিহার/যান্ত্রিক শব্দমূক্ত রাখা
- উদ্যানের প্রধান সড়কে চলাচলকারী সকল প্রকার যানবাহন মালিকদের সমন্বয়ে ফেডারেশন গঠন/সচেতনতা বৃদ্ধি করা

৩.৩.৩ টি-এস্টেট উপ-অঞ্চল

- চা বাগানের শ্রমিক/কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণে পরামর্শ সভা করা
- চা শ্রমিকদের পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- চা শ্রমিকদের অংশগ্রহণে গঠিত গ্রাম সংরক্ষণ ফোরামের সদস্যদের সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- চা শ্রমিকদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধি করা

৪.০ জীবিকায়ন এবং ভেলু চেইন কর্মসুচি

৪.১ উদ্দেশ্য

- বন নির্ভর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে বন নির্ভরতা কমিয়ে আনা

৪.২ ভেলু চেইন এবং কনজারভেশন এন্টারপ্রাইজ

৪.২.১ কৃষি এবং উদ্যান বিষয়ক

- স্থানীয় জনগন যেন তাদের উৎপাদিত ফসল ও অন্যান্য দ্রব্যাদির সঠিক মূল্য পায় সে ব্যাপারে তাদেরকে সহযোগিতা এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৪.২.১.১ সমন্বিত বসতভিটা খামার ব্যবস্থাপনা ঃ

- শাক-সবজি চাষাবাদ, হাঁস-মুরগী পালন,গর ও ছাগল মোটা-তাজা করণ,ফলজ বৃক্ষ রোপন

৪.২.১.২ উচ্চফলনশীল ফসলের চাষাবাদ

- অধিক ফলনশীল ধান, গম, ভূট্টা, মূলা ও আলুর চাষাবাদ
- পান, আনারস ও লেবু চাষাবাদ

৪.২.১.৩ ভিলেজ/কমিউনিটি নার্সারি

- ফলজ ও বনজ বৃক্ষের নার্সারী স্থাপন ও বাজারজাতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা

৪.২.২ **মৎস্য চাষঃ** ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার বননির্ভর প্রকৃত মৎস্যচাষীদের নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, উপকরণ সহযোগিতা প্রদান ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা

৪.২.৩ **বাঁশ সম্পদ উন্নয়নঃ** বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের নার্সারী স্থাপন, রোপন করাসহ উৎপাদন বাড়ানো

৪.২.৪ **হস্তশিল্প এবং তাঁত শিল্পঃ** বাঁশ ও বেতের বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রস্তুতে এবং সেলাই/দর্জি শিল্পের উন্নত প্রশিক্ষণ ও উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা

৪.২.৫ উন্নত চুলা

- উন্নত চুলা স্থাপনে দক্ষ কারিগর তৈরী করা
- উন্নত চুলা স্থাপনে ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা
- সিএমসি'র উদ্যোগে স্বল্প মূল্যে ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার জনগণের মাঝে উন্নত চুলা স্থাপন/সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে, জিটিজেড এর কাছ থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে বন নির্ভর দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকার ও দাতা গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ, বিষয় ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

৫.০ অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী ঃ

৫.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- আগত পর্যটকগণ যাতে স্বাচ্ছন্দে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান ভ্রমন এবং পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। পরিবেশবান্ধব পর্যটকদের পাশাপাশি বন ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবস্থান ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

৫.২ সুবিধাদি ঃ

- উদ্যানে প্রয়োজনীয় টয়লেট, পানিয় জলের ব্যবস্থা করা
- দূর থেকে আগত পর্যটকদের বিশ্রামের জন্য রেষ্ট র্িম/রেষ্ট হাইজ স্থাপন
- পুরাতন পিকনিক স্পট সংস্কার ও সম্প্রসারন
- উদ্যানে বিভিন্ন স্থানে পর্যটকদের বসার জন্য বেঞ্চ স্থাপন
- স্টুডেন্ট ডরমিটরিকে কার্যকরী করা
- প্রকৃতি ব্যাখ্যা কেন্দ্র/ইন্টারপ্রিটিশন সেন্টার স্থাপনকরন
- লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্ড্ররে মোবাইল ফেনের নেটওয়ার্ক নাই। তাই, পর্যটকদের সুবিধার্থে ও পর্যটক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে বেজ সেট ও রিপিটার স্থাপনপূর্বক পর্যাপ্ত ওয়াকিটকির ব্যবস্থা করা
- পর্যটকদের বিনোদনের জন্য স্টুডেন্ট ডরমিটরির পিছনের দিকে একটি হ্রদ সৃষ্টি করা

৫.৩ বনে রাস্ড্র/ট্রেইল নির্মাণ ও সংস্কার

- নতুন ট্রেইল তৈরী ও পুরাতন ট্রেইল সংস্কার করে পর্যটকদের ভ্রমনের উপযোগী করা
- পর্যবেক্ষনের জন্য ট্রেইলের বিভিন্ন গুরর্ত্বপূর্ণ স্থানে টাওয়ার নির্মাণ
- ট্রেইলে ব্রীজ সমূহ সংস্কার
- দিক নির্দেশনা মূলক বোর্ড স্থাপন
- সাইনবোর্ড/ম্যাসেজবোর্ড স্থাপন

৬.০ দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কর্মসুচি ঃ

৬.১ উদ্দেশ্যসমূহ: পর্যটকদের চিত্ত বিনোদন, থাকা, খাওয়ার সুবন্দোবস্ড় ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

৬.২ পার্কিং স্পট সংস্কার ও সম্প্রসারণ

- বিদ্যমান গাড়ি পাকিং করার জায়গাটি অত্যন্ড় ছোট। অভিলম্বে বৃহত্তর পরিসরে পাকিং ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন।

৬.৩ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

৬.৩.১ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন এলাকা চিহ্নিত করণ

- প্রস্ড়্রবিত হ্রদে পরিবেশ বান্ধব নৌকার ব্যবস্থা করা
- প্রকৃতি ব্যাখ্যা কেন্দ্র/ইন্টারপ্রিটেশন স্টোর স্থাপন ও চালুকরণ
- পর্যবেক্ষণ টাওয়ার তৈরী
- শিশুদের চিত্তবিনোদনের জন্য শিশু কর্ণার স্থাপন

৬.৩.২ সুবিধাদি উন্নয়ন

৬.৩.২.১ প্রবেশ ফি

- লাউয়াছড়া প্রধান গেইটে স্থায়ী টিকিট কাউন্টার তৈরী
- লাউয়াছড়ায় স্থায়ী গেইট নির্মাণ
- দক্ষ জনবল তৈরী/নিয়োগ

৬.৩.২.২ প্রকৃতি এবং হাইকিং ট্রেইল

- শোভাবর্ধনকারী ফুলের বাগান তৈরী
- নতুন ট্রেইল তৈরী ও পুরাতন ট্রেইল সংস্কার করে পর্যটকদের ভ্রমনের উপযোগী করা
- হাইকিং ট্রেইলে সচেতনতা ও সতর্কতামূলক (ছবি সম্বলিত) বিল বোর্ড/ম্যাসেজবোর্ড স্থাপন
- ট্রেইলে বর্জ্য ফেলার ডাস্টবিন স্থাপন
- টুরিস্ট নিয়মাবলী সম্পর্কিত লিফলেট তৈরী
- বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারণা (প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া)

৬.৩.২.৩ পিকনিকের জন্য সুবিধাদি ঃ

- পুরাতন পিকনিক স্পট সংস্কার ও সম্প্রসারন
- পিকনিক স্পটে স্থায়ী সেড নির্মাণ
- নতুন ০১টি পিকনিক স্পট তৈরী
- পিকনিক স্পটে উন্নত চুলা স্থাপন
- প্রয়োজনীয় নিরাপদ টয়লেট স্থাপন
- নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা
- ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার বাসিন্দাদের উদ্যোগে পর্যটকদের সুবিধার্থে ক্যাটারিং সার্ভিস চালু করা

৬.৩.২.৪ কমিউনিটিভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

- ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার পর্যটন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও বিস্ড়রে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, উপকরন ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান
- আগ্রহী উদ্যোক্তাদের পরিবেশ বান্ধব কটেজ স্থাপনে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান
- আগত পর্যটকদের জন্য আদিবাসী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড উপস্থাপন
- স্থানীয় খাদ্য, পোষাক বিক্রয়ের জন্য টুরিস্ট সপ সংস্কার এবং পরিচালনা/বন্দোবস্ড়প্রদানের ব্যবস্থা
- ইকো-ট্যুর গাইডদের ইংরেজী ভাষা এবং বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান সম্পন্ন উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের উদ্যোগে পর্যটকদের জন্য পরিবেশ বান্ধব যানবাহনের ব্যবস্থা করা
- উদ্যানের বিভিন্ন গুর"ত্বপূর্ণ প্রাণী, উদ্ভিদ এবং সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত লিফলেট প্রস্তুত ও পর্যটকদের মধ্যে বিতরণ করা
- পর্যটকদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উদ্যানের ০৩ টি গুর"ত্বপূর্ণ স্থানে ওয়াকিটকিসহ তথ্যকেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা

৬.৩.২.৫ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রণ

- উদ্যানে বেড়াতে আসা পর্যটকদের অবগতির জন্য সংরক্ষিত এলাকার নিয়মনীতি সম্বলিত লিফলেট উপস্থাপন
- উদ্যানের নির্দিষ্ট স্থানে ভ্রমণ সীমাবদ্ধ রাখা
- ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার, স্টুডেন্ট ডরমিটরি, পিকনিক স্পট ও ট্রেইলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাস্টবিন স্থাপন
- ইন্টারপ্রিটিশন সেন্টার (প্রকৃতি ব্যাখ্যাকেন্দ্র) চালু করা
- পর্যটন সহায়ক পুলিশদের ইকো-ট্যুরিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন প্রদান

৬.৪ সংরক্ষণ বিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টি

৬.৪.১ পর্যটন শিক্ষার জন্য ইন্টারপ্রিটেটিভ মাধ্যম

- সভা, সমাবেশ, সেমিনার, লিফলেট, নাটক, জারীগান ও ভিডিও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।
- প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ার সাথে নিয়মিত মতবিনিময় করা
- পর্যাপ্ত তথ্য সমৃদ্ধ প্রচারপত্র তৈরী করা

৬.৪.২ পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ঃ

- উদ্যান ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিবেশ/জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন প্রদান
- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও অঙ্গ সংগঠনের সদস্যদের প্রয়োজনীয় ওরিয়েন্টেশন প্রদান
- যুব ক্লাবের সদস্যদের অংশগ্রহণে স্থানীয় গ্রামীন বাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা করা।
- পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ক বিভিন্ন দিবস পালন এবং জনসাধারনের সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- সুশীল সমাজের অংশগ্রহণে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠান করা

৭.০ কমিউনিটি মনিটরিং এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসুচি ঃ

৭.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- সহ-ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটির মাধ্যমে উদ্যান ব্যবস্থাপনা/পরিবেশ/জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক প্রয়োজনীয় ফলো-আপ/মনিটরিং করা
- ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ড় দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- ব্যাবস্থাপনায় স্থানীয় মানুষের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা

৭.২ সংরক্ষণ বিষয়ক মনিটরিং

- পরিবেশ/জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গৃহীত কার্যক্রম যথার্থভাবে বাস্ড়বায়ন করা
- সংরক্ষণ বিষয়ক মনিটরিং কমিটি গঠন ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করা

৭.৩ সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- সংরক্ষণ কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে সংরক্ষণের মৌলিক বিষয়াবলীর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান

- গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম ও পিপল্‌স ফোরাম সদস্য এবং নিসর্গ সহায়কদের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা
- সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সংবেদনশীলতা তৈরী করা।

৮.০ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কমূসূচী ঃ

৮.১ উদ্দেশ্যসমূহ

উদ্যান ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে কার্যকরভাবে পরিকল্পনা প্রনয়ণ, বাস্ড় বায়ন, পরীবিক্ষণের জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগ, নথিপত্র ও হিসাব সংরক্ষণ করা।

৮.২ স্টাফিং

- বন বিভাগে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং সহ-ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষন প্রদান
- হিসাব রক্ষণ ও প্রশাসনিক সহকারীকে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান
- টিকিট কাউন্টার সহকারী, সুপারভাইজার ও উদ্যান ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান
- উদ্যান ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ জীববৈচিত্র সংরক্ষণে গঠিত উপ-কমিটি সমূহের সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান
- বিষয় ভিত্তিক দক্ষ জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান

৮.৩ দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ

- উদ্যান ব্যবস্থাপনায় জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রোগাম আয়োজন করা
- গঠিত বিভিন্ন উপ-কমিটি/পর্যবেক্ষ কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ ও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য সংবেদনশীলতা তৈরী।

৯.০ বাজেট

৯.১ প্রয়োজনীয় ইনপুট এবং নির্দেশক বাজেট প্রাক্কলন

- উদ্যান ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গ্রহীত কার্যক্রমের বাস্ড়বায়নযোগ্য বাৎসরিক/পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও সম্ভাব্য খরচের বাজেট প্রস্তুত ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উহার বাস্ড়বায়ন।
- কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি ও বহি: উৎস্য সৃষ্টি/খোঁজা
- প্রাক্কলিত বাজেট নিয়ন্ত্রণ এবং কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন।

৯.২ বাজেট পরিমার্জন/পরিবর্তন

কাজের প্রয়োজনে উলে-খিত বাজেট যেকোন সময় সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন করা যেতে পারে।

১০.০ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কৌশল

প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গুলি যাতে ফলপ্রসু এবং কার্যকর ভাবে রক্ষিত এলাকা গুলো সংরক্ষন এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবহিকতা বজায় রাখতে পারে সেই লক্ষ্যে আইপ্যাক এর কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় এবং বাস্ড়বসম্মত পদক্ষেপ গ্রহনের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

১০.১ আইপ্যাকের আওতাধীন ২৫টি রক্ষিত এলাকার জন্য এলাকা ভিত্তিক ধারাবাহিকতার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন

ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ১৬টি রক্ষিত বন এবং ৫টি রক্ষিত জলাভূমির জন্য যে ২১ টি রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে তাতে দিকনির্দেশনা সম্বলিত এ অনুচ্ছেদটি সংযোজন করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থপনা সংগঠনগুলি যদি সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় উলে-খিত দিকনির্দেশনা মোতাবেক তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমগুলো যথাযথ ভাবে পরিচালনা করে তবে প্রকল্প মেয়াদান্ড়ে তাদের ধারাবাহিকতা অবশ্যই বজায় থাকবে।

১০.২ ধারাবাহিকতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষনের মাধমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ দলগত কর্মদক্ষতা উন্নয়নের ভিত্তিতে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আইপ্যাক প্রকল্পের অন্যতম মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এখানে উলে-খ করা প্রয়োজন যে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গুলির ব্যবস্থাপনার জন্য যে সকল সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে সেই মোতাবেক সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলি তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে কিনা সেই বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে হবে। যেমন ঃ

- ❖ যথাসময়ে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নির্ধারিত সভাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়া (যেমন: সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি, পিপলস্ ফোরাম, নিসর্গ সহায়ক, ভিলেজ কমিউনিটি ফোরাম এর নির্ধারিত সভাগুলো)।
- ❖ প্রতিটি সভার কার্যবিবরনীসহ সিদ্ধান্ড়নির্ধারিত মহলে প্রেরন করা
- ❖ ভিসিএফ, এন এস এবং পি এফ সংগঠন গুলোর কার্যক্রম নিয়মিত ভাবে সিএমসি কর্তৃক মনিটর করা।
- ❖ সংশি-ষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নির্ধারিত সভাগুলো যথা সময়ে সম্পাদন করা, ইত্যাদি।

এছাড়াও আর্থিক ব্যবস্থাপনা যাতে নিয়মনীতি মোতাবেক স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হয় সে বিষয়েও নিশ্চিত হতে হবে। যেমনঃ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের (সিএমসি/আরএমও) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন করা।
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সকল আয় ব্যয় স্বচ্ছতার সাথে হিসাবায়িত করা
- ❖ দক্ষতার সাথে রক্ষিত এলাকার প্রবেশ ফি সহ অন্যান্য ফি আদায়
- ❖ কাউন্সিল কমিটিতে সিএমসি/আরএমও এর আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং অনুমোদন করিয়ে নেওয়া
- ❖ নির্ধারিত সময়ে অভিজ্ঞ অডিটর দ্বারা হিসাব নিকাশ অডিট করানো, ইত্যাদি।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপরই সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা নির্ভলশীল।

উলে-খ্য যে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি 'পারফরমেন্স মনিটরিং স্কোরকার্ড' প্রনয়ন করা হয়েছে যা কার্যকর ভাবে সম্পাদিত কার্যক্রম/উন্নয়ন ধারাবাহিক ভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে। প্রসঙ্গত যে এই কার্য্যক্রমের মাধ্যমে সরকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা এবং প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধি পাবে যা সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলোর সাথে সংরক্ষনের বিষয়ে সমর্থন বৃদ্ধি করবে ফলশ্রুতিতে একত্রে কাজ করা সহজ হবে।

১০.৩ দীর্ঘ মেয়াদী এবং সম্বন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা

প্রতিটি রক্ষিত এলাকায় নিদিষ্ট সম্ভাবনাময় বিষয়গুলি চিহ্নিত করে দীর্য়মেয়াদী এবং সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে সকল সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সোসাল ওয়েল ফেয়ার দপ্তরে নিবন্ধন করা যাতে তারা তহবিল সংগ্রহ/সৃষ্টি এবং এর ব্যবস্থাপনা করতে পারে। তহবিল সংগ্রহ সম্ভাবনার মধ্যে রয়েছে ঃ

- ❖ রক্ষিত এলাকার প্রবেশ ফি, পার্কিং ফি ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ
- ❖ রক্ষিত এলাকার ইকো-ট্যুরিজম থেকে প্রাপ্য আয়ের ভাগ
- ❖ আরন্যক ফাউন্ডেশন এর সাথে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সেতুবন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফান্ড
- ❖ কার্বন ফান্ড
- ❖ সরকারী বরাদ্ধ প্রাপ্তির সুযোগ করিয়ে দেওয়া
- ❖ অন্যান্য দাতা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আর্থিক সমর্থন প্রাপ্তির লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন এবং দাখিল করা, ইত্যাদি।

উলে-খিত সম্ভাবনাগুলো যথাযথ ভাবে কাজে লাগানো গেলে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অবদান রাখবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১০.৪ 'নিসগ্য নেটওয়ার্কের' পলিসি এবং আইনগত সমর্থন নিশ্চিতকরন

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনাকে 'পলিসি এবং আইনগত' সমর্থন লাভের লক্ষ্যে নতুন 'রক্ষিত এলাকা নীতিমালা' প্রনয়নসহ সহ সহ-ব্যবস্থাপনা ধারনাকে অর্ন্তভূক্ত করে বিদ্যমান 'বন আইন' এবং 'বন্যপ্রানী আইন' সংশোধন কার্যক্রম প্রায় চূড়ান্ড় পর্যায়। এছাড়াও বিদ্যমান জাতীয় বন নীতিতে ও 'সহ-ব্যবস্থাপনা ধারনাকে' অর্ন্ড়ভূক্ত করে বন বিভাগ একটি যুগোপযোগী জাতীয় বননীতি প্রনয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আইপ্যাকের অর্জন যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক।

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন মহলে তুলে ধরা সহ সরকারী সমর্থন আদায় এবং সরকারী আর্থিক এবং কারিগরী সহায়তা প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলি কাজে লাগানো গেলে সরকারের সক্রিয়/ফলপ্রসু সহযোগী হিসাবে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষা নিশ্চিত হবে।

১০.৫ মত-বিনিময়ের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির মধ্যে নেটওর্য়াক স্থাপন

রক্ষিত এলাকা সংরক্ষনে 'সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' বাংলাদেশ সরকারের আইন এবং পলিসি গত সমর্থন লাভ সহ আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির নিমিত্তে কার্য্যকর প্রভাব বিস্ড়ারের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কণ্ঠ (National Voice) এবং মঞ্চ (Platform) স্থাপনের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে মতবিনিময়ের মাধ্যমে কার্য্যকর নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা জর"রী। এই লক্ষ্যে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গুলোর সংশি-ষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করা জর"রী। এছাড়াও সহ-ব্যবস্থাপনা নেটওর্য়াক এর মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় ফোরামে সহ-ব্যবস্থাপনা বিষয়টি উপস্থাপনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন।

১১.০ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অভিযোজন পরিকল্পনা

১১.১ জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু হচ্ছে কোন এলাকার কমপক্ষে ৩০ বছরের গড় আবহাওয়া। কোন নির্দিষ্ট ঋতুতে একটি এলাকার আবহাওয়ার লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনা কিন্তু মানুষের কর্মকান্ডে তা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামে অভিহিত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানব অস্ড়িত্বসহ এ গ্রহের জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন।

১১.২ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ

প্রাকৃতিক কারণ ঃ যেমন: ভূ-কম্পন, সৌর শক্তির তারতম্য, পৃথিবীর কক্ষীয় পরিবর্তন, আগ্নেয়গিরি, সামুদ্রিক স্রোতের তারতম্য, ক্রমাগমন ইত্যাদি।

মনুষ্য সৃষ্ট কারণ ঃ যেমন: গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা, বনাঞ্চল ধ্বংস, ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন ইত্যাদি।

১১.৩ লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ

১১.৩.১ অতি বৃষ্টিপাত

জলবায়ু পরিবর্তত হলে দেশব্যাপী বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত অতিমাত্রায় বাড়বে। এতে বর্ষায় নদী-নালাতে পানিপ্রবাহ বাড়বে, বাড়াবে বন্যার প্রকোপ। অধিক বৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা ও মৌসুমী বন্যার পরিমান বৃদ্ধির কারণে আউস বা আমন চাষের এলাকা কমে যাবে এবং ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হবে।

১১.৩.২ নদীর ক্ষীণ প্রবাহ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুকনো মৌসুমে দেশের প্রধান প্রধান নদীর প্রবাহ আরো হ্রাস পাবে। নদীর ক্ষীণ প্রবাহের কারণে সামুদ্রিক লোনা পানি দেশের অভ্যন্ড়রে প্রবেশ করে নদ-নদীর পানিতে লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেবে। নদী পথে নাব্যতা সংকটের কারণে অনেক এলাকার নৌপথ শুষ্ক মৌসুমে চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

১১.৩.৩ আকস্মিক বন্যা

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ৪,০০০ বর্গ কিঃমিঃ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ১,৮০০ বর্গ কিঃমিঃ এলাকা এ ধরনের আকস্মিক বন্যার শিকার। পাহাড়ী এলাকার বৃষ্টিপাতের বাৎসরিক পরিসংখ্যান ও সুরমা-কুশিয়ারা-মনু এবং খোয়াই নদীর পানি প্রবাহের ধরন থেকে দেখা গেছে যে, প্রতি ২-৩ বছর পর পর বাংলাদেশ এরকম আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়।

১১.৩.৪ খরার প্রকোপ

কোন এলাকায় বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশী হলে সেখানে খরা দেখা দেয়। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হলে এবং স্থানীক বিচারে বৃষ্টিপাত সমভাবে বন্টিত না হলে খরা দেখা দেয়। কোন অঞ্চলের মাটিতে আর্দ্রতার অভাবে দেখা দেয় খরা; এতে ফসল হানি ঘটে এবং উদ্ভিদাদি জন্মাতে পারে না।

১১.৩.৫ ঝড় ঝঞ্চা

উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিবায়ু থেকে ঝড়ের উদ্ভব হয়। পানির উত্তাপ বৃদ্ধিই ঘূর্ণিঝড়ের অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশ প্রতি বছর মে-জুন এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় দেখা দেয়। ঘূর্ণি ঝড়ের ফলে উত্তর-পূর্বের জেলা সমূহ সহ লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের বৃক্ষসমূহ ঝড় ঝঞ্চার কারনে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

১১.৩.৬ নদীতীর ও মোহনায় ভাঙ্গন ও ভূমি গঠন

বিগত ২০ বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে, সিলেট অঞ্চলে ভূমি ক্ষয় ও নদী ভাঙ্গন বেড়েছে। এতে বৃহত্তর নদীগুলো মারাত্নক ভাঙ্গনের করলে পতিত হয়েছে। অপরদিকে নতুন ভূমি গঠন হলেও বালিয়ারীর কারনে এখনও ভালোভাবে চাষাবাদ করা যাচ্ছে না।

১১.৪ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপের জন্য করণীয় অভিযোজন সমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি ও দূর্যোগ হ্রাসের নিমিত্ত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের জন্য নিম্নবর্নিত অভিযোজন গ্রহন করা যেতে পারে:

১১.৪.১ ঝড় ঝঞ্চা/আকস্মিক বন্যা/অতি বৃষ্টিপাত জনিত কৃষি ঝুঁকির অভিযোজন

- কম সময়ে পাকে এমন ধানের জাত উদ্ভাবন করে তার চাষ করা

- এলাকায় বাড়ীঘর, রাস্ড়াঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো অকাল বন্যা ও ঝড় সহিষ্ণু করে তৈরী করা
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ড় নীতিমালায় পরিবর্তন আনা এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসতি স্থাপনে নিরুৎসাহিত করা
- কৃষি, মৎস্য ও পশু পালন ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে উন্নত পরিবর্তন আনা, দুর্যোগ সময়ের আগেই কাটা যায় এমন ফসলের চাষ করা
- ভাসমান সবজী বাগান এবং উঁচু পিট পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে এলাকায় বর্ষা মৌসুমে ফসল উৎপাদন করা
- প্রয়োজনীয় সংখ্যায় এলাকা ভিত্তিক গুদাম ও কোল্ড স্টোরেজ তৈরী করে মৌসুমে উৎপাদিত খাদ্যের মজুদ ও সংরক্ষণ করা, যাতে আপদকালীন সময়ে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়।

১১.৪.২ পানির ঝুঁকির অভিযোজন

- শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকটের কারণে ফসল ও মাছের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ড় হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এর মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে হাজা মজা পুকুর পুণঃ খননের ব্যবস্থা করে মৎস্য চাষ করা।
- বিশুদ্ধ পানির অভাবে নানাবিধ পানি বাহিত রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ড়ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে খাবার পানি হিসেবে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার কৌশল ও ব্যবস্থা করা এবং সুপেয় পানির প্রাপ্যতার জন্য কমিউনিটি পুকুর খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

- ভূ-উপরিভাগের পানি পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কাজ করা সহ পর্যাপ্ত সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।
- ভু-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার হ্রাস করে চক্রাকারে (জবপুপষব) পানি শোধন করে ব্যবহার করা সহ নদী খালের পানি বিশুদ্ধ রাখা এবং পয়ঃ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা।

১১.৪.৩ স্বাস্থ্য ঝুঁকির অভিযোজন

- প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে জলবায়ুর প্রকোপ দেখা দেয় এবং এতে শিশুরাই অধিক হারে আক্রান্ড় হয়। শিশুদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্কুলের পাঠ্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানো সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্ড়র্ভূক্ত করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনস্বাস্থ্যের উপর কি ধরনের বিরুপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে তার উপর গবেষণা পরিচালনা করা এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মসুচি গ্রহণ করা।

১১.৪.৪ উন্নয়ন ঝুঁকির অভিযোজন

- এলাকা ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অবস্থার উপর গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী জোনিং করে সে মতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। যেমন: নদী ভাঙ্গন বৃদ্ধি পাবে এমন অঞ্চল, খরাক্রান্ড় বা বন্যা কবলিত হবে এমন অঞ্চল, ইত্যাদি।
- কৃষি খাতের উন্নয়নে ক্ষতি এড়ানোর জন্য কম সময়ে পাকে এমন ফসলের জাত এবং বন্যার ঝুঁকি এড়ানো যায় এরকম চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন করা।
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংশি-ষ্ট সকল সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের জলবায়ু পরিবর্তন, এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানোর উপায়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ড় ঝুঁকি মোকাবেলার পরিকল্পনা রাখা এবং এ সংক্রান্ড় প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা।

১১.৪.৫ খরা ঝুঁকির অভিযোজন

- খরা বৃদ্ধির ফলে ফসল হানি ঘটছে, দেখা দিচ্ছে খাদ্যাভাব। অনাহারে-অর্ধাহারে ও অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীনতা দেখা যাচ্ছে ব্যপকহারে।
- অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে অনেক জলাভূমি শুকিয়ে যাবে। ফলে জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত খাদ্যের যোগান (মাছ, শাক-সবজি) কমে যাবে বা ক্ষতিগ্রস্ড় হবে। এতে খাদ্যের অভাবসহ মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে এবং দরিদ্র জনগণের খাদ্য ঝুঁকি বাড়বে।

১১.৫ অভিযোজনের উপায়সমূহ

- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাম-ভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় দল গঠন
- দুর্যোগ পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ সহ দুর্যোগ পূর্ববর্তী প্রস্তুতি গ্রহণ
- গ্রাম ভিত্তিক তথ্যকেন্দ্র স্থাপন সহ গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন
- কমিউনিটি ভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং সময়মত আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্ড়র
- বেড়ীবাঁধ/বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ নির্মাণ/এলাকাভিত্তিক গবাদি পশুর আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
- বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন
- খাদ্যাভাস পরিবর্তন সহ বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা গ্রহণ
- বন্যা সহিষ্ণু নলকূপ স্থাপন/ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষন
- খরা/জলাবদ্ধতা/লবনাক্ত সহিষ্ণু ফসলের চাষ
- কমিউনিটি ভিত্তিক বীজ ভান্ডার তৈরি/ ভাসমান সবজি চাষ/বনায়ন/উন্নত চুলার ব্যবহার/ খাঁচায় মাছ চাষ, ইত্যাদি

১১.৬ লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান এবং এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষয়ক্ষতি এবং অভিযোজন পরিকল্পনা :

বর্তমান ব্যবস্থাপনা (Management Situation) / অবস্থা

১. সিএমও এর নাম ঃ **লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি**
২. রক্ষিত এলাকার নাম **ঃ লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান**
৩. অবস্থান (গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা) ঃ

সিএমও	গ্রাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	কালাছড়া	কমলগঞ্জ	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
ঐ	সরইবাড়ী	কমলগঞ্জ	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
ঐ	বাদেউবাহাটা	কমলগঞ্জ	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
ঐ	ভেড়াছড়া	কমলগঞ্জ	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
ঐ	ছাতকছড়া	কমলগঞ্জ	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
ঐ	বনগাও	কমলগঞ্জ	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
ঐ	রাসটিলা	কমলগঞ্জ	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
ঐ	বাগমারা	কমলগঞ্জ	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
ঐ	উত্তর বালিগাও	কমলগঞ্জ	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
ঐ	দক্ষিণ বলিগাও	কমলগঞ্জ	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
ঐ	বাল-ার পাড়া	কমলগঞ্জ	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
ঐ	ফুলবাড়ী চা বাগান	কমলগঞ্জ	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
ঐ	মাগুরছড়া পুঞ্জি	কমলগঞ্জ	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
ঐ	ভাসানীগাও	মাধবপুর	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
ঐ	লঙ্গুরপাড়	মাধবপুর	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
ঐ	টিলাগাও	মাধবপুর	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার
ঐ	নুরজাহান চা	মাধবপুর	কমলগঞ্জ	মৌলভীবাজার

	বাগান			
ঐ	লাউয়াছড়া পুঞ্জি	শ্রীমঙ্গল	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
ঐ	ডলুবাড়ী	শ্রীমঙ্গল	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
ঐ	দিলবর নগর	শ্রীমঙ্গল	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
ঐ	রাধনগর	শ্রীমঙ্গল	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
ঐ	পূর্ব-বিরাহিমপুর	শ্রীমঙ্গল	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
ঐ	ভাড়াউড়া	কালিঘাট	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
ঐ	জাকছড়া	কালিঘাট	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
ঐ	খাইছড়া	কালিঘাট	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
ঐ	সোনাছড়া	কালিঘাট	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
ঐ	গারো বস্ড়ি	কালাপুর	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
ঐ	কালাপুর	কালাপুর	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
ঐ	লামুয়া	কালাপুর	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
ঐ	সিরাজনগর	কালাপুর	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার

৪. জনসংখ্যা ঃ ৪৯৭১৯ জন পুর"ষ ঃ ২৪৩৭৫জন নারী ঃ ২৫৩৪৪ জন

৫. শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর শতকরা হার ঃ ৩২.৫০%

৬. ভূপ্রকৃতি ঃ পাহাড়ী ও সমতল ভূমি

৭. অবকাঠামো (পাকা সড়ক, কাঁচা সড়ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেড়ীবাঁধ, আশ্রয় কেন্দ্র, হাট / বাজার ইত্যাদি) ঃ

নাম	বিবরণ	মন্ড়ব্য
পাকা সড়ক	২৫ কিঃ মিঃ	
কাঁচা সড়ক	৪৫.৫ কিঃমিঃ	
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৩৮ টি	
বেড়ীবাঁধ	প্রযোজ্য নয়	
আশ্রয় কেন্দ্র	১টি	কালাপুর ইউনিয়নে
হাট / বাজার	৩ টি	

৮. নদ-নদী, ঃ খাল ঃ প্রধান খাল ৩টি

প্রধান খাল	অবস্থান	আয়তন
লঙ্গুরছড়া খাল	ফুলবাড়ি চা ফেক্টরীর পার্শ্ব থেকে লঙ্গুরপাড় গ্রামের মধ্য দিয়ে ধলাই নদীতে পতিত হয়েছে	কর্ম এলাকায় দৈঘ্য প্রায় ৫ কি.মি
জিপডরি খাল	পদ্দছড়া চা বাগান থেকে ভান্ডারীগাওঁ এর নিকট লঙ্গুরছড়া খালের সাথে মিলিত হয়েছে	কর্ম এলাকার মধ্যে ৩ কি.মি
জালাইছড়া খাল	ভেড়াছড়া থেকে বাদেউবাহাটা হয়ে ছায়াখালী হাওড়ে মিলিত হয়েছে	কর্ম এলাকার মধ্যে দৈর্ঘ্য ৪ কি.মি

৯. বিল / জলাশয় / হাওড় / বিল (সংখ্যা / এলাকার পরিমাণ) ঃ হাওড়ঃ ছায়াখালী হাওড়, আয়তন- ১২৫ হেক্টর

১০. বনাঞ্চল (বনের ধরন, প্রধান প্রজাতি ও পরিমাণ) ঃ মিশ্র চিরহরিৎ , জাতীয় উদ্যান ১২৫০(হেক্টর), বাফার এলাকা ১৫৩৭ হেক্টর, প্রধান প্রজাতিঃ সেগুন, চাপালিশ, ডুমুর, বহেড়া, অর্জুন, ডেউয়া, নরঁই, বাশ, বেত, কদম, চাতিম, কাঠাল, বন্য আম, জাম, জামরঁল ইত্যাদি।

১১. কৃষি জমি ও উৎপাদিত ফসল ঃ ৫৪৩০ হেক্টও, ধান, গম, আলু, বেগুন, লাউ, কুমড়া, শশা, সীম, ইত্যাদি

১২. প্রাকৃতিক দূর্যোগ (দূর্যোগের ধরন, সময়কাল ও ক্ষয়ক্ষতি) :

ছক-১ প্রাকৃতিক দুর্যোগের তথ্যাবলী

দুর্যোগ	দুর্যোগের তীব্রতা (খুব বেশী, বেশী, মধ্যম ও কম)	সময়কাল	কয়টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছে	প্রাসঙ্গিক তথ্য
খরা	খুব বেশী	আশ্বিন-কার্তিক, ২০১১	৪২০০	
ঘুর্নিঝড়	মধ্যম	জেষ্ঠ-আষাঢ়, ২০০৯-১০	১৭৮৭	
বন্যা	বেশী	আষাঢ়-১৯৮৮, আষাঢ়-২০০৩-০৪	২৯৬৫	
রোগ-বালাই বৃদ্ধি	খুব বেশী	সারা বছর	৫০০০	বিগত ৫ বছরে

ছক -২ দুর্যোগের মাত্রা নির্ধারণ

দুর্যোগের ধরন	সংকটপূর্ণ	খুব গুর"তর	গুর"তর	গুর"তর নয়	আদৌ কোন ঝুকি নেই
খরা		✓			
ঘুর্নিঝড়	✓				
বন্যা			✓		
রোগ-বালাই বৃদ্ধি		✓			

ছক -৩ দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ড়খাত নির্ধারন

দুর্যোগের ধরন	কৃষি	মৎস্য	পশুসম্পদ	যোগাযোগ অবকাঠামো (রাস্ড়া/ ঘাট, ব্রীজ/ কালভাট)	অবকাঠামো (বাড়ী/ ঘর/ প্রতিষ্ঠান)	স্বাস্থ্য	শিক্ষা (স্কুল/কলেজ)	জীবিকা	অন্যান্য
খরা	✓	✓	✓			✓		✓	
ঘুর্নিঝড়	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
বন্যা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
রোগ-বালাই বৃদ্ধি	✓	✓	✓			✓	✓	✓	

ছকঃ ৪ অভিযোজনের উপায় বিশে-ষণ

দুর্যোগ/ বিপন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায়	এ ধরনের কাজ করা হয় কিনা	কেন করা হয় না	না করলে কি করতে হবে
খরা	পুকুর খনন করার ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, ব্যক্তি উদ্যোগ, ইউনিয়ন পরিষদ এর সাথে যোগাযোগ করা
	সচেতন করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	প্রশিক্ষণ উপকরণ, অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, বেসরকারী সংস্থা, ইউপি এর সাথে যোগাযোগ করা
	গভীর নলকূপ স্থাপন	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী বিভাগের সাথে সমন্বয় করা
	বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, স্থানীয় সরকার, উপজেলা কৃষিবিভাগ, সমবায় এবং যুব উন্নয়ন বিভাগ এবং বেসরকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা
	খাল পূনঃখননের ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, পানিউন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করা, স্থানীয় সরকার বিভাগের সাখে যোগা যোগ করা
ঘুর্নিঝড়	আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, ত্রাণ ও পূর্ণবাসন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা
	সচেতন করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	প্রশিক্ষণ উপকরণ, অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, বেসরকারী সংস্থা, ইউপি এর সাথে যোগাযোগ করা
	বসতবাড়ী মজবুতকরণ	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	সচেতনতা বৃদ্দি এবং ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগ বাড়ানো প্রয়োজন
	বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	আইপ্যাক প্রকল্প, আশা, প্রশিকা, গ্রামীণব্যাংক, ব্রাক, হিড বাংলাদেশ এবং আরডিআরএস এর সাথে যোগাযোগ করা, ইউপি এর সহায়তা নেয়া
বন্যা	ধলাই নদীর পাড় উচুকরণ	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, পানিউন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করা, স্থানীয় সরকার বিভাগের সাখে যোগা যোগ করা
	জনসচেতনতা সৃষ্টি	না	তহবিলের অভাব,	প্রশিক্ষণ উপকরণ, অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, বেসরকারী সংস্থা,

			যথাযথ উদ্যোগের অভাব	ইউপি এর সাথে যোগাযোগ করা
	বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	আইপ্যাক প্রকল্প, আশা, প্রশিকা, গ্রামীণব্যাংক, ব্রাক, হিড বাংলাদেশ এবং আরডিআরএস এর সাথে যোগাযোগ করা, ইউপি এর সহায়তা নেয়া
	ধলাই নদীর খনন এর ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, ত্রাণ ও পূর্ণবাসন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা, অর্থ বারদ্ধ প্রয়োজন, পানিউন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করা, স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে যোগা যোগ করা
রোগ-বালাই বৃদ্ধি	স্বাস্থ সেবার ও সেবার মান বৃদ্ধি করা	না	উদ্যোগের অভাব, দারিদ্রতা	গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবার সংখ্যা বৃদ্দির জন্য স্থাস্থ্য বিভাগের সাথে এবং ব্রাক জনস্বাস্থ্য বিভাগের সাথে যোগায়োগ করতে হবে।
	কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন/ মেরামত করা	৫টি আছে তবে চালু নেই	উদ্যোগের অভাব, অর্থেও অভাব	সরকারী ভাবে অর্থ বরাদ্ধের জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে

ছকঃ ৫ অভিযোজন পরিকল্পনার ছক

এলাকার নাম	বিপন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায় সমূহ		প্রয়োজনীয় সম্পদ	মূল্য নির্ধারণ	দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
		স্বল্প মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী				
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান	**খরা**	পুকুর খনন করার ব্যবস্থা করা-৬০		অর্থ, লোকবল	৬০ লক্ষ	পাউবো, স্থানীয় সরকার, এনজিও , দাতা সংস্থা	
			সচেতন করা	সভা, সেমিনার	১৫ লক্ষ	এনজিও, জিও এবং দাতা সংস্থা	
			গভীর নলকুপ স্থাপন ৩০ টি	অর্থ, লোকবল	৬০ লক্ষ	স্থানীয় সরকার, ডি পি এইচ ই, এনজিও	
		অগভীর নলকুপ- **১২০টি**		অর্থ, লোকবল	২৪ লক্ষ	স্থানীয় সরকার, ডি পি এইচ ই, এনজিও	
			খাল পূনঃ খনন-৩টি	অর্থ, লোকবল	২৪ লক্ষ	পাউবো, স্থানীয় সরকার, এনজিও , দাতা সংস্থা	১২ কি. মি.
		বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা		অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	১৩০ লক্ষ	এনজিও, জিও এবং দাতা সংস্থা	

	ঘুর্নিঝড়		আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান-৫টি	অর্থ, লোকবল	১৫০ লক্ষ	সরকার ও বেসরকারী সংস্থা	
			সচেতন করা	সভা, সেমিনার	১৫লক্ষ	এনজিও, জিও এবং দাতা সংস্থা	
		বসতবাড়ী মজবুতকরণ		অর্থ, উপকরণ	০	স্ব উদ্যোগ	
		বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা		অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	৮৫ লক্ষ	এনজিও, জিও এবং দাতা সংস্থা	
	বন্যা		ধলাই নদীর পাড় উচুকরণ ১০ কিঃ মিঃ	অর্থ, লোকবল	২০ লক্ষ	সরকার ও বেসরকারী সংস্থা	
			জনসচেতনতা সৃষ্টি	অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	২৫লক্ষ	এনজিও, জিও এবং দাতা সংস্থা	
		বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা		অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	৭৫ লক্ষ	এনজিও, জিও এবং দাতা সংস্থা	
			ধলাই নদীর খনন এর ব্যবস্থা করা-৬ কিঃ মিঃ	অর্থ, লোকবল	৫০ লক্ষ	সরকার ও বেসরকারী সংস্থা	
	রোগ-বালাই বৃদ্ধি		স্বাস্থ সচেতন করা	অর্থ, লোকবল	১৫ লক্ষ	এনজিও, জিও এবং দাতা সংস্থা	
			কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন - ৫,মেরামত-৫	অর্থ, লোকবল	৯০ লক্ষ	সরকার ও বেসরকারী সংস্থা	

ছকঃ ৬ গোষ্ঠীভিত্তিক অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের মনিটরিং

কার্যক্রম	সূচক	অর্জিত সাফল্য (সংখ্যা/ পরিমাণ				মোট	মন্ড়ব্য
		১ম কোর্য়াটার	২য় কোর্য়াটার	৩য় কোর্য়াটার	৪র্থ কোর্য়াটার		
পুকুর খনন করার ব্যবস্থা করা	৬০ টি	৩০	১০	১০	১০	৬০	
খাল পূনঃখনন করা	৩টি (১২ কি. মি.)	১ (৫ কি. মি.)	১ (৪ কি. মি.)	১ (৩ কি. মি.)	০	৩ (১২ কি.মি.)	
সচেতন করা	১২০ টি সভা	৩০	৩০	৩০	৩০	১২০	
গভীর নলক্কপ স্থাপন	৩০ টি	১০	১০	৫	৫	৩০	
বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	৬০০০পরিবার	১৫০০	১৫০০	১৫০০	৫০০	৬০০০	
আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান	৫ টি	২	১	১	১	৫	
বসতবাড়ী মজবুতকরণ	১০০০ টি	৪০০	২০০	২০০	২০০	১০০০	
ধলাই নদীর পাড় উঢুকরণ	১০ কিঃ মিঃ	৬	২	২	০	১০	
ধলাই নদীর খনন এর ব্যবস্থা করা	৬ কিঃ মিঃ	২	২	০	২	৬	
কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত	৫টি	৩	২	০	০	৫	
কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন	৫টি	২	২	১	০	৫	
স্বাস্থ সচেতন করা	৭০০০টি	৩০০০	২০০০	১০০০	১০০০	৭০০০	

পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (সম্ভাব্য)
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি
(জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৫)

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	*০*	***আবাসস্থল সংরক্ষণ কার্যক্রম***								
১	১	সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ সভা	সংখ্যা	১১	১০	১১০	√	-	√	
১	২	সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা	সংখ্যা	৬০	৫	৩০০	√	-	√	
১	৩	যৌথ পেট্রলিং দলের মাসিক সভা	সংখ্যা	২৪০	০.৫	১২০	√	-	√	
১	৪	গ্রাম সংরক্ষণ দলের সভা	সংখ্যা	১৮০০	০.২	৩৬০	√	-	√	
১	৫	পিপলস ফোরামের ত্রৈমাসিক সভা	সংখ্যা	২০	৫	১০০	√	-	√	
১	৬	ইয়োথ ক্লাবের সাথে সমন্বয় সভা (দুই মাসে একবার)	সংখ্যা	৩০	১	৩০	√	-	√	
১	৭	যৌথ পেট্রলিং দলের পেট্রলিং উপকরণ সহায়তা (ছাতা, লাঠি, বাঁশী ইত্যাদি) (৮০ জনকে ২বার)	সংখ্যা	১৬০	৩	৪৮০	√	-	-	
১	৮	পেট্রোলিং দলের সদস্য আহত হলে চিকিৎসা ব্যয়	সাকুল্যে	০	-	১২০	√	-	√	
১	৯	বন টহল দলের সদস্যদের আপদকালীন সহায়তা	সাকুল্যে	০	-	১২০	√	-	√	
১	১০	বন্যপ্রাণী আহত হলে চিকিৎসা ব্যয়	সাকুল্যে	০	-	১৫০	√	√	√	
১	১১	বন সম্পর্কিত দ্বন্দ নিরসন সভা (প্রয়োজন হলে)	সাকুল্যে	০	-	৫০	√	-	√	
১ এর মোট						১৯৪০				
২	*০*	***সচেতনতামূলক সভা ও সমাবেশ/কার্যক্রম ঃ***								
২	১	সিএমসি'র সাথে স্থানীয় সুশীল সমাজের মতবিনিময়	সংখ্যা	২০	৫	১০০	√	-	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		সভা								
২	২	বন থেকে অবৈধ বৃক্ষ নিধন, কাঠ চুরি, বন ভূমি দখল, বনে আগুন দেয়া ও বনকে অবৈধ চারণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার বন্ধে গ্রাম পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা	সংখ্যা	২৫	৩	৭৫	√	-	√	
২	৩	সংরক্ষণ কার্যক্রমের জন্য পুরষ্কার/প্রেষণা: ১) বন বিভাগ, সিএমসি সদস্য, যৌথ পেট্রলিং দলের সদস্য, বাফার বাগানের উপকারভোগী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য	সংখ্যা	৭৫	৫	৩৭৫	√	√	√	
২	৪	বাফার বাগন উপকারীভোগীদের দায়-দায়ীত্ব বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা	সংখ্যা	১৫	১	১৫	√	-	√	
২	৫	চা বাগান শ্রমিক/কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	৬	১	৬	√	-	√	
২	৬	বাস, ট্যাম্পু ড্রাইভার/মালিকদের সাথে বন থেকে অবৈধভাবে লাকড়ি ও গাছ/কাঠ পরিবনহন বন্ধে মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	৬	৫	৩০	√	-	√	
২	৭	উন্নত চুলা (বন্ধু চুলা) সম্পসারণ/ব্যবহার বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা	সংখ্যা	১০	৩	৩০	√	-	√	
২	৮	পরিবেশ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতামুলক সভা	সংখ্যা	১০	৩	৩০	√	-	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্ড়ব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	৯	পরিবেশ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ক গণ নাটক,গণ সঙ্গীত পরিবেশণা	সংখ্যা	৪৩	৮	৩৪৪	√		√	
২	১০	বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা/ঈমামদের সাথে সচেতনতামূলক কর্মসূচী/সভা	সংখ্যা	৭	৪	২৮	√		√	
২	১১	পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্যোগী বেসরকারী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ	সাকুল্যে	0	-	২০	√	-	√	
২	১২	পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কার্যক্রম টেকসইকরণ (বন্ধু চুলা) বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্ড়াবনা তৈরী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন	সংখ্যা	০	-	১৫	√	-	√	
২ এর মোট						১০৬৮				
৩	০	***বিভিন্ন দিবস উদযাপন ঃ***								
৩	১	জাতীয় দিবস	সংখ্যা	১৫	৫	৭৫	√		√	
৩	২	পরিবেশ দিবস	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√		√	
৩	৩	সহ-ব্যবস্থাপনা দিবস পালন	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√		√	
৩	৪	ধরিত্রী দিবস উদযাপন	সংখ্যা	৫	২	২৫	√		√	
৩ এর মোট						১৫০				
৪	০	***মূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম***								
৪	১	ফলের বাগান সৃজন	হেক্টর	১৪	৩০	৪২০		√		
৪	২	ঔষধী গাছের বাগান সৃজন	হেক্টর	৪	৩০	১২০		√		
৪	৩	ক্লিনিং ,কপিচ ব্যবস্থাপনা, মোথা	হেক্টর	৮০	১২	৯৬০		√		

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্ত্মব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		কাটিং, গ্রেডিং, গত বছরের বাফার বাগান ব্যবস্থাপনা								
৪	৪	আগুন নির্বাপণি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়/ব্যবস্থাপনা	সাকুল্যে			২০০		√		
৪	৫	বন্যপ্রাণী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠির জন্য জলাধার সংস্কার/ছড়া	সংখ্যা	৩	১০০	৩০০	√	√		
৪ এর মোট						২,০০০.০০				
৫	***০***	***ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল ব্যবস্থাপনা***								
৫	১	বাগান ও প্রাকৃতিক বন ব্যবস্থাপনা ২০১০-২০১১ সালের বাফার বাগান উত্তোলণ	হেক্টর	১০০	৩০	৩,০০০.০০	√	√		
৫	২	ডলুছড়া মুসলিম পাড়া হতে ত্রিপুরাপাড়া প্রাঃ বিঃ পর্যন্ড়় রাস্থা মেরামত	কি:মি:	২.৫	১৫০	৩৭৫	√		√	
৫	৩	উলেখিত রাস্ড়া মেরামত (২য় বছর)		১.৫	৫০	৭৫	√		√	
৫	৪	ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় কালভার্ট/ব্রীজ নির্মাণ	সংখ্যা	৫	১০০	৫০০	√	√	√	
৫	৫	ইকো-কটেজ স্থাপন	সংখ্যা	৫	৫০	২৫০	√	-	√	
৫	৬	টুরিষ্ট স্প সংস্কার	সংখ্যা	২	২০	৪০	√	√	√	
৫	৭	ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় নলকুপ স্থাপন	সংখ্যা	১০	১৫	১৫০	√	√	√	
৫ এর মোট						৪,৩৯০.০০				
৬	***০***	***জীবিকায়ন কর্মসূচী সুনির্দিষ্টকরণ***								
৬	১	বন টহল দলের সদস্যদের জন্য গরু মোটাতাজাকরণ/ বিকল্প কর্ম সংস্থান	সংখ্যা	৮০	১০	৮০০	√		√	
৬	২	মাছ চাষ		৬০০	৩	১৮০০				
৬	৩	কৃষি		৫০০	৩	১৫০০				
৬	৪	বসতভীটায় সবজি চাষ		৩০০০	০.১	৩০০				

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬	৫	সেলাই প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহযোগিতা		১০০	৫	৫০০				
৬	৬	বাশ বেতের কাজ		১০০	৩	৩০০				
৬	৭	নার্সারী স্থাপন		২০	৩	৬০				
৬	৮	হাস-মুরগী পালন		৪০০	১	৪০০				
৬	৯	বাশের নার্সারী স্থাপন		২০	১০	২০০				
৬ এর মোট						৫,৮৬০.০০				
৭	*০*	***সুযোগ-সুবিধা উন্নয়ন কার্যক্রম***								
৭	১	রেঞ্জ কর্মকর্তার অফিসের সাথে যোগাযোগের জন্য ছয়টি ওয়াকিটকি সহ কন্ট্রোলরুম স্থাপন	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	√	√	
৭	২	টহল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন (পিকআপ)ক্রয়	সংখ্যা	১	১,৫০০.০০	১,৫০০.০০	√	√	-	
৭	৩	টহল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেড নির্মাণ	সংখ্যা	৮	১০	৮০	√	√	√	
৭	৪	ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয়	সংখ্যা	১	১৫	১৫	√	-	√	
৭	৫	ইন্টারনেট মডেম ক্রয়	সংখ্যা	১	৫	৫	√	√	-	
৭	৬	অফিস সরঞ্জাম	সাকুল্যে	০	-	১০০	-	√	-	
৭ এর মোট						১,৮০০.০০				
৮	*০*	***দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম***								
৮	১	নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার চালুকরণ	সংখ্যা	১	১০,০০০	১০,০০০	√	-	-	
৮	২	তথ্যকেন্দ্র সংস্কার/উন্নয়ন	সংখ্যা	১	৩০	৩০	√	-	√	
৮	৩	প্রধান গেইট সংলগ্ন টিকিট কাউন্টার নির্মাণ	সংখ্যা	১	৫০	৫০	√	-	√	
৮	৪	লাউয়াছড়া প্রবেশ পথে স্থায়ী গেইট নির্মাণ	সংখ্যা	১	২৫০	২৫০	√	-	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮	৫	পার্কের ভিতরে বিধিনিষেধ সম্বলিত সাইন বোর্ড	সংখ্যা	৩০	৫	১৫০	√	-	√	
৮	৬	ট্রেইলে দিক নির্দেশক স্থাপন	সংখ্যা	১৫	০.৫	৭.৫	√	-	√	
৮	৭	পুরাতন সাইনবোর্ড সংস্কার ও রং করা	সংখ্যা	৩০	২	২০	√		√	
৮	৮	নেচার ট্রেইল এ প্রাকৃতিক ছড়ার উপর কাঠের ব্রীজ সংস্কার ও নির্মাণ	সংখ্যা	৭	২৫	১৭৫	√	-	√	
৮	৯	পুরাতন পিকনিক স্পট সংস্কার	সংখ্যা	১	৩০	৩০	√	-	√	
৮	১০	ন্যাচার ট্রেইল সংস্কার/উন্নয়ন (৫বছরে ২বার)	সংখ্যা	৬	৫০	৩০০	√	-	√	
৮	১১	নতুন পিকনিক স্পট নির্মাণ	সংখ্যা	১	১০০	১০০	√	-	√	
৮	১২	ইকো-গাইডদের জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ও রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	সাকুল্যে	৪	২০	৮০	√	-	-	
৮	১৩	ট্রেইলে পরিবেশ বান্ধব গোলঘর স্থাপন	সংখ্যা	৬	১০	৬০	√	-	√	
৮	১৪	প্রয়োজনীয় ট্র্যাশ ক্যান স্থাপন	সংখ্যা	২০	১	২০	√	-	√	
৮	১৫	স্টুডেন্ট ডরমেটরি চালু করণ	সাকুল্যে	০	-	৬০	√	-	√	
৮	১৬	পর্যটকদের জন্য ওয়াচ টাওয়ার তৈরী	সংখ্যা	১	১,০০০.০০	১,০০০.০০	√	-	√	
৮	১৭	স্টুডেন্ট ডরমেটরি পাশে লেক তৈরী	সংখ্যা	১	৩০০	৩০০	√		√	
৮	১৮	প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রতিটি কার্যক্রম প্রচার	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	-	√	
৮	১৯	পার্কিং স্থান সম্প্রসারণ	সংখ্যা	১	৫০	৫০	-	-	-	
৮	২০	হাইকিং ট্রেইলে বসার বেঞ্চ তৈরী	সংখ্যা	২৫	৫	১২৫	√	-	√	
৮	২১	উদ্যানে পিকনিক স্পট, স্টুডেন্ট ডরমিটরি, মসজিদ ও	সাকুল্যে	১	৫০	৫০	√	-	-	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		টুরিস্ট সপে পানি সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপ								
৮	২২	শিশুদের পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা উপকরণসহ/চিত্ত বিনোদনের জন্য শিশু কর্ণার তৈরী	সংখ্যা	১	১,০০০.০	১,০০০.০	√	-	√	
৮	২৩	টয়লেট তৈরী	সংখ্যা	৫	২০.০০	১০০	√		√	
৮	২৪	প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও বেতন প্রদান (৫ বছর) প্রতি মাসে ১০ জন	সংখ্যা	৬০০	৫	৩০০০	√	-	√	
৮	২৫	যাতায়াত ভাতা	সাকুল্যে	০	-	৭০				
৮ এর মোট						১৭,১২৭.৫				
৯	***০***	***গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম***								
৯	১	জীব ও গাছের ইনভেন্টরী ও গাছের গায়ে নামাংকৃত পে-ইট স্থাপন	সাকুল্যে	০	-	৫০	√	√	-	
৯	২	সি এম সি ও বন কর্মকর্তাদের ক্রস ভিজিট	সাকুল্যে	০	-	২০০	√	√	√	
৯	৩	জীববৈচিত্র্যের স্বাস্থ্য পরিবীক্ষণ	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	√	-	
৯	৪	আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবীক্ষণ	সাকুল্যে	০	-	১০০	√			
৯	৫	বিদেশে শিক্ষা সফর (ফরেস্ট রেঞ্জার, ফরেষ্টার ও সিএমসি সদস্য)	সাকুল্যে	০	-	৫০০	√	-	-	
৯	৬	প্রশিক্ষণ (বাংলাদেশে)- এসিএফ, ফরেস্ট রেঞ্জার, ডেপুটি ফরেস্ট রেঞ্জার, ফরেস্টার, ফরেস্ট গার্ড, সিএমসি সদস্য, এনজিও	সংখ্যা	২	৫০	১০০	√	√	-	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		স্টাফ								
৯	৭	প্রশিক্ষণ (বাংলাদেশে)- গ্রাম সংরক্ষণ দল/ পরিষদ/কমিটি	সংখ্যা	৪	২৫	১০০	√	-	-	
৯	৮	শিক্ষা সফর-গ্রাম সংরক্ষণ দল, পিপলস ফোরাম, সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (দেশে)	সংখ্যা	২	৫০	১০০	√	-	-	
৯ এর মোট						১,২৫০				
১০	*০*	***বিবিধ/ক্রয়***								
১০	১	ষ্টেশনারী ক্রয় (কাগজ, ফাইলপত্র, অন্যান্য)	সাকুল্যে	০	-	২০	-	-	√	
১০	২	সি.এম.সি-র হিসাব অডিটিং	সংখ্যা	৩	১৫	৪৫	-	-	√	
১০	৩	কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি মেরামত ও ক্রয়	সাকুল্যে	০	-	১৫	-	-	√	
১০	৪	আপ্যায়ন	সাকুল্যে	০	-	২০				
১০	৫	ফাইল ক্যাবিনেট ক্রয়	সংখ্যা	১	১০	১০	-	-	√	
১০ এর মোট						১১০				
সর্বমোট						**৩৫,৬৯৫.৫**				